Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Falgun 24, 1430 Bangla, March 08, 2024, Friday, No. 67, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina pays tributes to Father of the Nation by placing wreaths at his portrait at Dhanmondi 32. Says, Bangabandhu handed over the governance of the country to the people through historic March 7 speech. (R. Today: 16)

FM Hasan Mahmud has said he wonders whether those denying March 7 actually believe in the independence and sovereignty of Bangladesh. (R. Today: 16)

Health Minister Dr. Samanta Lal Sen has said, it is not the sole responsibility of the Health Ministry to stop illegal treatment and wrong doings of doctors in villages and pharmacies. (R. Today: 17)

BNP Standing Committee member Gayeshwar Chandra Roy comments, the government has no alternative but to facilitate the interests of foreigners. (R. Tehran: 13)

In RAB's 20-year journey, after some 'crossfires', mass people had distributed sweets in different areas, on contrary, the force comes under severe criticism due to the so-called 'crossfires as well. (BBC: 03)

TIB study finds, Country's private bus transportation sector faces extortions of at least Tk.1,060 crore annually. Traders claims, due to this extortion, the price of goods increases by up to 30%. (DW: 14)

Economists say there are many factors besides economic factors in Bangladesh's failure to reduce inflation. Notable two of them are the failure to suppress money laundering and market syndicates. (BBC: 06)

The High Court has upheld the government's claim of Tk 119 crore in income tax from Grameen Kalyan, a nonprofit charitable company founded by Dr. Muhammad Yunus. (BBC: 08)

International Rescue Committee report says, during a disaster, 66.9% of women and girls do not feel comfortable going to shelters due to a lack of safety and proper amenities such as toilets. (VOA: 12)

Urban planners terms govt crack down against restaurent as eye-washing saying whenever a major accident occurs, they start surprise operations to avoid responsibility. They question, how the restaurants get approval from eight agencies with so many lackings. (BBC: 04)

A lecturer in a medical college in Bangladesh has been suspended, two days after allegedly shooting and injuring a student in a classroom. (BBC: 25)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
ফাল্গুন ২৩, বাংলা ১৪৩০, মার্চ ০৮, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ৬৭, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দিনটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন। (রে. টুডে: ১৬)

বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ই মার্চ পালন করে না এমন মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, যারা আজকে ৭ ই মার্চকে অস্বীকার করে তারা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটি সন্দেহজনক। (রে. টুডে: ১৬)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন বলেছেন গ্রামগঞ্জে ও ফার্মেসিতে অবৈধ চিকিৎসা ও ডাক্তারদের দৌরাত্ম বন্ধ করা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়। (রে. টুডে: ১৭)

বিদেশীদের স্বার্থ সুগমের পথ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। (রেডিও তেহরান: ১৩)

র‍্যাবের ২০ বছরের পথচলায় সেই সময় কিছু 'ক্রসফায়ারের' পর বিভিন্ন এলাকায় মিষ্টি বিতরণের ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি বাহিনী হিসাবে র‍্যাব সবচেয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে'র কারণে। (বিবিসি: ০৩)

ব্যবসায়ীরা বলেছেন, পরিবহণে চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। টিআইবি এক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, দেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ও মিনিবাস থেকে বছরে ১,০৬০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় হয়। (ডয়েচে ভেলে: ১৪)

অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরো নানা বিষয় প্রভাব ফেলেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্থপাচার এবং বাজার সিন্ডিকেট দমনে ব্যর্থতা। (বিবিসি: ০৬)

মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানটিকে ছয়টি অর্থ বছরের জন্য ১১৯ কোটি টাকারও বেশি আয়কর পরিশোধ করতে হবে বলে রায় দেন হাইকোর্ট। (বিবিসি: ০৮)

ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটির (আইআরসি) এক প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারী ও কিশোরীদের ৬৬.৯ শতাংশ দুর্যোগ কালে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে নিরাপদ বোধ করেন না । (ভোয়া: ১২)

নগর পকিল্পনাবিদগণ মনে করেন এই সব অভিযান পুরোপুরি লোকদেখানো। বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেই দায় এড়াতে চমক দেখিয়ে অভিযান শুরু করে প্রতিষ্ঠানগুলো।তাদের প্রশ্ন, এত ত্রুটি নিয়ে আটটি সংস্থার অনুমোদন পেল কীভাবে রেস্তোরাঁগুলো। (বিবিসি: ০৪)

শ্রেণীকক্ষে এক ছাত্রকে গুলি করে আহত করার অভিযোগে বাংলাদেশের একটি মেডিকেল কলেজের একজন প্রভাষককে বরখাস্ত করা হয়েছে । (বিবিসি: ২৫)

বিবিসি

র‍্যাবের পথচলার ২০ বছরঃ মানুষের মিষ্টি বিতরণ থেকে 'ক্রসফায়ার' বিতর্ক

প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ তাঁর 'হলুদ হিমু কালো র‍্যাব' শিরোনামে একটি উপন্যাস লিখে ২০০৬ সালে বেশ শোরগোল ফেলেছিলেন। সে উপন্যাসে সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে র‍্যাব কর্তৃক ক্রসফায়ারের প্রবণতার কথা তুলে ধরেছিলেন। তার উপন্যাসে দুটি চরিত্রের মধ্যে র‍্যাব নিয়ে কথোপকথন ছিল এ রকম - "অপরাধ করেছেন কী করেন নাই এইসব বিবেচনা করবে না র‍্যাব। ধরা খাওয়া মানে ঢিসুম ঢিসুম। ক্রসফায়ার। আল্লাহ খোদার নাম নেন হিমু ভাই। দোয়া ইউনুস পড়তে পড়তে যান।" র‍্যাব-এর কর্মকাণ্ড নিয়ে হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস থেকে বোঝা যায়, অতি দ্রুততার সাথে বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল এই বাহিনী। এ বাহিনী প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী ২৬শে মার্চ। কিন্তু গত ২০ বছরের বেশিরভাগ সময় জুড়ে র‍্যাব নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। যদিও সরকারের দিক থেকে র‍্যাব-এর 'সফলতা' তুলে ধরা হচ্ছে। বুধবার র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "র‍্যাব বিভিন্ন অপরাধ দমন কিংবা কমানোর ক্ষেত্রে কাজ করেছে। কোথাও তারা অ্যাকশন নিয়েছে, কোথাও সমঝোতা করেছে কিংবা কোথাও বুঝিয়ে কাজ করেছে।" এক্ষেত্রে তিনি সুন্দরবনের উদাহরণ তুলে ধরেন। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় র‍্যাবের অপরাধ দমন নিয়েও তিনি প্রশংসা করেন। ২০০১ সালের অক্টোবর মাস। নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। সাথে ছিল জামায়াতে ইসলামীও। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হতে থাকে। ঢাকার রাস্তায় একের পর হত্যাকাণ্ড ঘটতে থাকে, যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ওয়ার্ড কমিশনারও ছিলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' শুরু হয় ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। এরপর ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন অনেকে। এমন প্রেক্ষাপটে ২০০৪ সালের ২৬শে মার্চ কার্যক্রম শুরু করে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন' বা র‍্যাব। অবশ্য এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল আরো আগে থেকেই।

র‍্যাব কার্যক্রম শুরু করার পর সেটি আপাতত জনমনে কিছুটা স্বস্তি এনেছিল। তাৎক্ষণিকভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অপরাধ কার্যক্রম ও চাঁদাবাজি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন বা র‍্যাবের বন্দুকযুদ্ধের সূচনা হয় পিচ্চি হান্নানের 'ক্রসফায়ারের' মধ্য দিয়ে। সে সময় অনেক কুখ্যাত সন্ত্রাসী র‍্যাবের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হওয়ায় রাতারাতি র‍্যাব 'জনপ্রিয়' হয়ে ওঠে। সেই সময় কিছু 'ক্রসফায়ারের' পর বিভিন্ন এলাকায় মিষ্টি বিতরণের ঘটনাও ঘটেছে। বাহিনী হিসাবে র‍্যাব সবচেয়ে সমালোচনার মুখে পড়েছে তথাকথিত 'ক্রসফায়ারে'র কারণে। বাংলাদেশে পুলিশের সঙ্গে এর আগেও বন্দুকযুদ্ধে সন্ত্রাসীদের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। তবে র‍্যাবের সঙ্গে 'ক্রসফায়ার' যেন এক সময় অনেকটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী, শুরুর সময় থেকে বিএনপির ক্ষমতার মেয়াদ ২০০৬ সালে শেষ হওয়া পর্যন্ত র‍্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে ৩৮০জন নিহত হয়েছে। র‍্যাবের কর্মকাণ্ড তখন থেকেই বিদেশিদের নজরে আসতে থাকে। ঢাকায় নিযুক্ত তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনে যে তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন সেখানে এ চিত্র ফুটে ওঠে। মার্কিন তারবার্তায় বলা হয়েছিল, "র‍্যাবের সবচেয়ে পরিচিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রসফায়ার নামের বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যার কারণে পথঘাট নিরাপদ হয়ে উঠেছে বলে তারা দাবি করেছে। প্রতিবারের গল্প প্রায় একই রকম।" 'ক্রসফায়ার' ছাড়াও র‍্যাবের বিরুদ্ধে ঘুষ, চাঁদা নেওয়া কিংবা অন্যের হয়ে জমি দখল করার মতো নানা অভিযোগও দানা বাঁধতে থাকে। র‍্যাব নিয়ে বিশ্লেষণে ২৩শে অগাস্ট, ২০০৫ সালের মার্কিন তারবার্তায় বলা হয়েছে, র‍্যাবের কোনও কোনও সদস্যের বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়া, চাঁদা আদায় করা, এমনকি ডাকাতির অভিযোগও উঠেছে। সেই সময়কার স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর হুঁশিয়ারি জানিয়ে বলেছিলেন, "যদি কোনও র‍্যাব সদস্য বিশৃঙ্খলা করে, তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে।" বিভিন্ন সময় নিয়মিত বিরতিতে র‍্যাবের হাতে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হবার খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এসব ঘটনায় সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠে যে অর্থের বিনিময়ে অন্যের হয়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সেটিকে 'ক্রসফায়ার' বলে চালিয়ে দিচ্ছে র‍্যাব। এ ধরনের একটি বড় ঘটনা প্রকাশ্যে চলে আসে ২০১৪ সালে। নারায়ণগঞ্জে সাতজনকে হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ডুবিয়ে দেবার অভিযোগ ওঠে। এসব মৃতদেহ ভেসে ওঠার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। খুন হওয়া একজন পৌর কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের পরিবার অভিযোগ করে, পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাব তাকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে। এক সংবাদ সম্মেলনে মি. ইসলামের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেছিলেন, র‍্যাবের কর্মকর্তাদেরকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ঘুষ দিয়ে তার জামাতাকে খুন করানো হয়েছে।

এ ঘটনায় জড়িত র‍্যাবের একজন সিনিয়র কর্মকর্তাসহ ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখে হাইকোর্ট। যদিও বিষয়টি এখনো আপিল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়নি। সাবেক পুলিশ প্রধান এ কে এম শহীদুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেন, র‍্যাবের কাজে মানুষ খুশি ছিল। এবং অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে তারা পুলিশের পাশাপাশি কাজ করেছে। "২০০৪ সালে র‍্যাব প্রতিষ্ঠার পর থেকে কিছু কথাবার্তা উঠছে – ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার। ওগুলো মানুষ লুফে নিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় যারা সন্ত্রাসী ও শীর্ষ সন্ত্রাসী – এ ধরণের মানুষ যখন ক্রসফায়ার ও এনকাউন্টারে মারা গেছে, জনগণ তখন খুশি ও

ওয়েলকাম জানাইছে। বিতর্ক নাই কাকে নিয়ে? কেউ কি বিতর্কের উর্ধ্বে আছে?" - প্রশ্ন তোলেন মি. হক। র‍্যাবের বিরুদ্ধে বিতর্ক আরো জোরালো হয় ২০১৮ সালে টেকনাফে পৌর কাউন্সিলর ও স্থানীয় যুবলীগের সাবেক সভাপতি মো. একরামুল হকের নিহত হওয়ার ঘটনা নিয়ে রেকর্ড করা অডিও প্রকাশ হওয়ার পর। দেশের কিছু সংবাদমাধ্যমে সেটি প্রকাশও হয়েছিল। সেই অডিওতে শোনা যাচ্ছে যে, একরামুল হকের নিহত হওয়ার ঘটনার সময় এবং তার আগ মুহূর্তে ঘটনাস্থলে মোবাইল ফোনে তিনবার কল এসেছিল। শেষ ফোন কলটি রিসিভ হলেও ঘটনাস্থল থেকে ফোনটিতে কেউ উত্তর দিচ্ছে না। যিনি ফোন করেছেন, প্রথমে তার কিছুটা কথা আছে। কিন্তু পরে ঘটনাস্থল বা সেই প্রান্ত থেকে একটা ভয়াবহ পরিবেশের চিত্র পাওয়া যায় এই অডিওতে। একরামুল হকের স্ত্রী আয়শা বেগম তখন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ঘটনার আগ মুহূর্তে তার দুই মেয়ে প্রথমে মি. হকের মোবাইল ফোনে কল করে তার সাথে অল্প সময় কথা বলেছিল। এই কথোপকথনে পরিস্থিতি গুরুতর মনে হওয়ায় সাথে সাথে আয়শা বেগম নিজে ফোন করেন। তার ফোন কলটি রিসিভ করা হয়, কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে কোনও জবাব পাননি। তিনি গুলি এবং ঘটনাস্থলের সব শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মি. হক মনে করেন, কয়েকটি ঘটনা দিয়ে একটি বাহিনীর পুরো কর্মকাণ্ড বিচার করা ঠিক হবে না। "দুই একটা দুর্ঘটনা যে ঘটে নাই তা তো না। দুর্ঘটনা তো দুই চারটা ঘটছে। বিতর্কের চেয়ে যে বেশি সফলতা-অর্জন সেটা তো খাটো করে দেখেনা মানুষ", বলছিলেন মি. হক। র‍্যাবের বিরুদ্ধে আরেকটি গুরুতর অভিযোগ আসে সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের তুলে নেওয়া। বিশেষ করে ২০১৪ সাল এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগে ও পরে এ ধরনের ঘটনার বেশ কিছু অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমে এসেছিল। মানবাধিকার সংগঠন 'মায়ের ডাক'-এর সানজিদা আক্তার বিভিন্ন সময় অভিযোগ করেছেন, ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে তার ভাই ও বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমন এবং আরো কয়েকজনকে র‍্যাব তুলে নিয়ে যায়। তাদের খোঁজ এখনো পর্যন্ত মেলেনি। র‍্যাব সব সময় এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেও সেটি দেশে-বিদেশে মানবাধিকার কর্মীদের কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। সাবেক পুলিশ প্রধান মি. হক মনে করেন, রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের বিষয়টা 'অস্পষ্ট' একটি বিষয়। "রাজনীতিবিদরা যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে কোনও বাহিনীর কোনও সদস্যকে ব্যবহার করে, সেটা বিচ্ছিন্নভাবে করতে পারে। কিন্তু সেটা তো সার্বিক বিষয় না", বলছিলেন শহিদুল হক।

অনেকটা আকস্মিকভাবে ২০২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমেরিকার দিক থেকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় র‍্যাব বাহিনী এবং এর ছয়জন কর্মকর্তার উপর। সেখানে 'গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের' অভিযোগ আনা হয়। বিজ্ঞপ্তিটিতে বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে যে র‍্যাব এবং অন্যান্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা ২০০৯ সাল থেকে প্রায় ৬০০টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, ৬০০-রও বেশি লোকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, এবং নির্যাতনের জন্য দায়ী। অবশ্য আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা দেবার পর থেকে গত দুই বছরে র‍্যাব-এর হাতে 'ক্রসফায়ারে' নিহত হবার ঘটনা নেই বললেই বললেই চলে। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে 'কালো দাগ' হিসেবে হিসেবে বর্ণনা করেন শহীদুল হক। "যে কারণ দেখিয়ে স্যাংশন দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের জন্য একটি বদনাম।" র‍্যাব-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা দেবার দুই বছর পার হলেও তাদের কর্মকাণ্ড এখনো স্বাভাবিক নিয়মেই চলছে। কোনও ধরনের নেতিবাচক প্রভাব এখনো দৃশ্যমান হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বুধবার র‍্যাবের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আবারো উষ্মা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি র‍্যাব এর জঙ্গি বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের প্রশংসা করেন। "যারা আমাদের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস, জলদস্যু, বনদস্যু এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা বা মানুষের অধিকার সংরক্ষণে যারা কাজ করেছে, তাদের উপর কীভাবে স্যাংশন আসে? তাদের অপরাধটা কী?" - প্রশ্ন তোলেন শেখ হাসিনা। "আমাদের দেশের, আমাদের সংস্থা তারা দেশের মানুষের নিরাপত্তা দেবার জন্য যখন কোনও অপরাধী শনাক্ত করবে, ধরবে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে – সেজন্য অন্য আরেকটি দেশ এসে স্যাংশন দেবে এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম প্রথম অনেকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। আমি বলেছি, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। স্যাংশন কখনো একতরফা হয়না। দরকার হলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি, সে অধিকারও আমাদের আছে," বলেন শেখ হাসিনা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ঢাকার অগ্নিকাণ্ডের পর সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিযান 'নেহাতই লোকদেখানো'

ঢাকার বেইলি রোডের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ৪৬ জনের মৃত্যুর পর হঠাৎই চর্তুমুখী অভিযানে নেমেছে সরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। রেস্তোরাঁ থেকে আগুনে এত হতাহতের কারণে পরদিন থেকে ঢাকার খাবারের দোকানগুলোতে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়। তিন দিনে এগারোশর বেশি রেস্তোরাঁয় অভিযান চালিয়ে নানা ত্রুটির কারণে বেশ কিছু রেস্তোরাঁ সিলগালা ও বন্ধ করা হয়। আটকও করা হয়েছে আটশোর বেশি কর্মকর্তা কর্মচারীকে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সাথে নিয়ে এসব অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, আটটি সংস্থার এগারোটি প্রত্যায়নপত্রের পর একটি রেস্টুরেন্টের অনুমোদন পাওয়ার কথা। কিন্তু বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ দায় না নিয়ে একে অপরের ওপর দোষ চাপায়। নগর পকিল্পনাবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব মনে করেন এই সব অভিযান পুরোপুরি লোকদেখানো। তিনি বিবিসি বাংলাকে

বলেন, "বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলেই দায় এড়াতে চমক দেখিয়ে অভিযান শুরু করে প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণেই বার বার ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটছে।" তবে পুলিশ বলছে, নিয়মবহির্ভূতভাবে বিভিন্ন এলাকায় তৈরি হওয়া রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে এসব অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার খন্দকার মহিদ উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "বিভিন্ন ভবনের সেফটি সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে এই অভিযানে। সব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।" যদিও আলাদা আলাদা সংস্থার কাছে দায়িত্ব থাকায় তদারকি সঠিকভাবে হচ্ছেনা বলে মনে করে সিটি কর্পোরেশন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এককভাবে কারো দায়িত্ব না বলেই কোনও না কোনও জায়গায় ত্রুটি থাকে। ফলে এই বিষয়গুলো নিয়ে এত কথা উঠছে।" এই বিষয়টি নিয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করা হলেও এ নিয়ে তাদের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্লানার্স ও পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার তথ্য বলছে গত নয় বছরে বাংলাদেশে এক লাখ নব্বই হাজার ১৬৭টি অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে ১ হাজার ৫১ জন নিহত ও সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। সর্বশেষ গত ২৯ই ফেব্রুয়ারি বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ ভবনটিতে যে আগুন লাগে, সেখানেও প্রায় সবগুলো ফ্লোরেই ছিল রেস্তোরাঁ। এবং আগুনের সূত্রপাতও হয়েছে নিচতলার একটি রেস্তোরাঁ থেকে। রাজধানী ঢাকার বেইলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজের পাশেই আরও বেশ কিছু ভবনে এমন অনেক রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে। এগুলো মূলত বাণিজ্যিক ভবন হিসেবে অনুমোদন থাকলেও এতে গড়ে উঠেছে খাবারের দোকান। এছাড়া খিলগাঁও, ধানমন্ডি, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় এমন বাণিজ্যিক কিংবা আবাসিক ভবনেই গড়ে উঠেছে রেস্তোরাঁ কিংবা খাবারের দোকান।

নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, রাজধানী ঢাকার রেস্তোরাঁগুলো গড়ে উঠেছে অনেকটা নিয়মবহির্ভূতভাবে। অনেক রেস্তোরাঁই রয়েছে অনেকটা অগ্নি ঝুঁকিতে। যে কারণে এসব ভবনে দুর্ঘটনা ঘটলে তাতে প্রাণহানির সংখ্যাও বাড়ে। যেমনটা হয়েছে বেইলি রোডের ওই ভবনে। ফায়ার সার্ভিসের তথ্য মতে, রাজধানী ঢাকায় প্রায় পাঁচ হাজার রেস্তোরাঁ কিংবা খাবারের দোকান রয়েছে। এর মধ্যে ৯৬ শতাংশই অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলছে। এসব দোকানের অনেকেই সঠিকভাবে অনুমতি নিয়ে এসব রেস্তোরাঁ পরিচালনা করছে না বলেও জানাচ্ছে অগ্নি নির্বাপক এই সংস্থাটি। ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা মো. শাহজাহান শিকদার বিবিসি বাংলাকে, "আমরা চিঠি দেওয়ার পরও অনেকেই রেসপন্স করতে চান না। অনেকেই এগুলোতে গুরুত্ব দেন না। তখন আমাদের পরিদর্শক দল তাদেরকে নোটিশ করেন। সতর্কবার্তা পাঠান।" গত বৃহস্পতিবার রাতে অগ্নি দুর্ঘটনায় এত প্রাণহানির পর থেকেই রাজধানী ঢাকা শহরে লাগাতার সাঁড়াশি অভিযান শুরু হয়। এসব অভিযানে অগ্নি নিরাপত্তা সনদ নেই, সে রকম ভবন ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জেল জরিমানা করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিস বলছে, শুধুমাত্র নোটিশ দিয়ে ভবন মালিকদের সতর্ক করার বিষয়গুলোই তাদের এখতিয়ারে রয়েছে। কিন্তু আইন মানতে বাধ্য করার এখতিয়ার তাদের নেই। ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তরের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা শাহজাহান শিকদার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আমরা সারা বছরই এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করি। তবে এখন আগুনের বিষয়টা বেশি ফোকাস হয়েছে বলেই এখন হয়তো মোবাইল কোর্টের কথা জানছে সবাই।" ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে গত কয়েক দিনের এ অভিযানের পর অনেক রেস্তোরাঁ বন্ধ দেখা যাচ্ছে।

নগর পরিকল্পনাবিদ স্থপতি ইকবাল হাবিব বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এই অভিযানগুলো এক ধরনের ঘুস বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য করা হয়। অনেক ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় থেকে এ ধরনের অভিযানে নামে। এতে ফায়দা লোটা ছাড়া বাস্তবে তেমন কিছু হয় না।" যদিও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বলছে ভিন্ন কথা। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আমাদের এই অভিযান সারা বছর চলে। আমরা সব সময় সোচ্চার থাকি। বিশেষ করে যে সব ভবন ঝুঁকির মধ্যে আছে সেগুলো নিয়ে আমরা তৎপর থাকি। নগরবাসীকে নিরাপদ রাখতেই আমাদের এই অভিযান।" রাজধানী খাবার দোকানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি নবাবী ভোজ রেস্তোরাঁ। শুধুমাত্র ঢাকায় এই প্রতিষ্ঠানের চারটি দোকান রয়েছে। গত শনিবার থেকে শুরু হওয়া অভিযানে এখন পর্যন্ত এই নবাবী ভোজের দুটি দোকান বন্ধ করা হয়েছে। বুধবার এই রেস্তোরাঁটির নির্বাহী পরিচালক বিপু চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সব ধরনের ডকুমেন্টস আমার কাছে আছে। আমি সেগুলো তাদেরকে দেখিয়েছি। তারপরও কারণ ছাড়াই আমার দুটি খাবার দোকান বন্ধ করে দেয়। কর্মচারীরা গ্রেফতারের আতঙ্কে আছে।" এসব অভিযানে খাবার দোকানগুলো বন্ধ ও কোথাও কোথাও সিলগালা করা হচ্ছে। রেস্তোরাঁ মালিকরা বলছেন, বেইলি রোডের ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার পর রেস্তোরাঁগুলোতে অনেক গ্রাহক কমেছে। অভিযানে বিপাকে পড়ার ভয়ে অনেক আবার দোকান খুলছেন না। বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওসমান গনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যেখানে মাথা ব্যথা হয়েছে, সেখানে মাথা কেটে ফেলা হচ্ছে। অভিযানের সময় কোনও রেস্তোরাঁ ত্রুটিপূর্ণ দেখে সেটা বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু এখন অনেকটা পাইকারি হারে খাবারের দোকানগুলো বন্ধ করা হচ্ছে।" যদিও সিটি কর্পোরেশন বলছে, এসব অভিযানে কাউকে হয়রানি করা হচ্ছে না। অভিযানে শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ দোকানগুলোকেই জরিমানা কিংবা বন্ধ করা হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "অভিযানে কাউকে হয়রানি করা হচ্ছে না। সামনের দিনে একটি মৃত্যুও যাতে না ঘটে সেই চেষ্টা করছি আমরা।" স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাবিদরা জানাচ্ছেন, রাজধানীতে কোনও রেস্তোরাঁ করতে হলে অন্তত ১০টি সংস্থার প্রত্যয়ন প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের অনাপত্তিপত্র, জেলা প্রশাসক ও সিভিল সার্জনের নিবন্ধন, দোকান, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স, সিটি কর্পোরেশনের ই-ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশগত ছাড়পত্র ও অবস্থান ছাড়পত্র প্রয়োজন হয় একটি রেস্তোরাঁ চালু করতে। নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, এসব বিষয়গুলো তদারকির দায়িত্ব রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস, ওয়াসা, বিদ্যুৎ বিভাগসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর। কিন্তু সারা বছর এগুলো তদারকি না করে বড় দুর্ঘটনা ঘটলে একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেই তারা দায় এড়াতে চায়। স্থপতি ইকবাল হাবিব বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভবনের অগ্নি নিরাপত্তার দায় কোনও একক প্রতিষ্ঠানের ওপর থাকে না। ফলে বিভিন্ন সময় এমন দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। কিন্তু ঘটনার পর কেউ এর দায় কেউ নিতে চায় না।" নগর পরিকল্পনাবিদরা জানাচ্ছেন, ইচ্ছা করলেই বাণিজ্যিক বা আবাসিক ভবনে রেস্তোরাঁ করার কোনও সুযোগ নেই। রেস্তোরাঁর জন্য যে ধরনের রান্নাঘর দরকার, তা সাধারণত বাণিজ্যিক ভবনে থাকে না। তারপরও কীভাবে এগুলো গড়ে উঠছে? এগুলো নিয়ে আসলে কী কোনো তদারকি হয়? এমন প্রশ্নের জবাবে সিটি কর্পোরেশনের বক্তব্য হচ্ছে, "প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আলাদা। সবাই সবার দায়িত্ব পালন করে।"

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "প্রত্যেক বিভাগের আলাদা আলাদা কাজ চিহ্নিত করা আছে। এককভাবে কারো দায়িত্ব নাই বলে, কোনও না কোনও জায়গায় ত্রুটি থাকে বলেই বিষয়গুলো হয়তো এমন হচ্ছে।" বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন দায়িত্বের বিষয়গুলো সামনে আসছে, তেমনি ভবন মালিক কিংবা রেস্তোরাঁ মালিকদেরও এই দায় এড়ানোর সুযোগ নেই বলে মনে করছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিস মিডিয়া সেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শাহজাহান শিকদার বিবিসি বাংলাকে বলেন, কোনো ত্রুটি দেখলে ভবন কিংবা রেস্তোরাঁ মালিকদের বার বার চিঠি দেওয়া হয়। অনেকে এগুলোতে গুরুত্ব দেন না। অনেক সময় বেশি ভায়োলেশন থাকলে আমরা মোবাইল কোর্টও পরিচালনা করে থাকি। তবুও সব ক্ষেত্রে আইন মানানো সম্ভব হয় না।" ফায়ার সার্ভিস বলছে, ছোটখাটো ভবনের ক্ষেত্রে আইনের ব্যত্যয় ঘটলে মামলা করার সুযোগ আছে। কিন্তু বহুতল ভবনের ক্ষেত্রে তাদের হাতে এমন সুযোগ নেই। ফলে অনেকে আইন না মেনেও পার পেয়ে যান। এমন অবস্থায় দুর্ঘটনার অপেক্ষা না করে বছরের অন্য সময়েও বিষয়গুলো তদারকির পরামর্শ দিচ্ছেন নগর পরিকল্পনাবিদরা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে কমলেও বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমছে না কেন?

অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের সাথে সাথে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতেও যে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, তা থেকে বেশিরভাগ দেশ বেরিয়ে আসলেও বাংলাদেশে এটি কমার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরো নানা বিষয় প্রভাব ফেলেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্থপাচার এবং বাজার সিন্ডিকেট দমনে ব্যর্থতা। তারা বলছেন, দেশে ডলার ও রিজার্ভ সংকট থাকলেও সরকার নিজস্ব ব্যয় কমাতে পারেনি। উল্টো টাকা ছাপানোর মতো পদক্ষেপের কারণে বাজারে অর্থ সরবরাহ থাকায় মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্যস্ফীতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৯.৬৭ শতাংশে। জানুয়ারিতে এটি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির এই উচ্চহার চলছে। মহামারি এবং যুদ্ধের কারণে বছর দুয়েক আগে বিশ্বের সাথে সাথে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ব্যাপক মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। যার মধ্যে বাংলাদেশও একটি। তবে শুধু পাকিস্তান ছাড়া এই অঞ্চলের অন্য দেশগুলোর মূল্যস্ফীতি কমে আসলেও বাংলাদেশে কমেনি। বাংলাদেশ আর পাকিস্তান ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ দেশই তাদের মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সক্ষম হয়েছে। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হিসেবে এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় শ্রীলঙ্কার নাম। বছর দুয়েক আগে দেশটি দেউলিয়া হওয়ার মুখে পড়লেও সেখান থেকে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ২০২২ সালের সংকটকালে দেশটির মূল্যস্ফীতি হয়েছিলো ৪৯ শতাংশের বেশি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে এই হার এসে দাঁড়ায় ৬.৩ শতাংশ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৪ সাল থেকে ধীরে ধীরে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে।

অর্থনীতিকে চাঙা করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে মুদ্রানীতি কঠোর করে ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়েছে, সরকার কৃচ্ছতা সাধন করে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে, বার্ষিক ঘাটতি কমাতে ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব আয় বাড়িয়েছে, ঋণ পুনর্গঠন করেছে। শিল্প ও কৃষি খাতে উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো কোনো খাতে কর বাড়ানো আবার কোনো খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো অজনপ্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছে দেশটি। একই সাথে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতে ২০২২ সালের অক্টোবরে মূল্যস্ফীতি হয়েছিল ১১.১ শতাংশ। সেটি কমে চলতি বছরের

জানুয়ারিতে ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। গত ১৬ই জানুয়ারি ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের প্রধান শক্তিকান্ত দাস বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে এই তথ্য দিয়েছেন। দেশটির মুদ্রানীতি কঠোর করার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে জানানো হয়। নেপালের মূল্যস্ফীতির হার ২০২৪ এর জানুয়ারিতে হয়েছে ৫.৩ শতাংশ। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে এটি ৮.১৯ শতাংশ ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ভুটানের মূল্যস্ফীতি ৪.২ শতাংশ হয়েছে। গত বছরের অক্টোবরেও এটি ৫.০৭ শতাংশ ছিল। পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি জানুয়ারিতে ছিল ২৮.৩ শতাংশ। এটি ২০২৩ সালের মে মাসে রেকর্ড ৩৮ শতাংশ ছিল। কোভিড মহামারির শেষের দিকে এবং ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মূল্যস্ফীতি আকাশচুম্বী হওয়ার আশঙ্কা করেছিল এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ কোরিয়া। ২০২২ সালের এপ্রিলেই মুদ্রানীতি কঠোর করার ঘোষণা দিয়েছিল দেশ দুটি। সেই সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারও বাড়িয়েছিল তারা। উৎপাদন কমে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও মূল্যস্ফীতির লাগাম টানাই ছিল এই পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য। সে সময় এশিয়ার চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি দক্ষিণ কোরিয়ায় আটা ও ভোজ্যতেলের দাম বাড়তে শুরু করেছিল। এরপরই আসে এ ধরনের পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বুধবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি মাসে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স বা ভোক্তা মূল্য সূচক বা সহজে বলতে গেলে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৮৬ শতাংশ। ফেব্রুয়ারিতে এটি কমে ৯.৬৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে এটি এখনো সরকারের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি। আইএমএফ এর ঋণের শর্তের একটি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমানো। তার অংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরের শেষে মূল্যস্ফীতি সাড়ে সাত শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মূল্যস্ফীতি কমাতে জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত মুদ্রানীতিতে কঠোরতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে বাজারে টাকার সরবরাহ কমাতে নীতি-সুদ হার বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাকা ধার করতে আরো বেশি সুদ দিতে হবে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে। এছাড়া ডলারের দাম নির্ধারণে ক্রলিং পেগ পদ্ধতি ব্যবহারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এতে করে ডলারের দাম অর্থনীতির সাথে মিল রেখে ওঠানামা করবে। একই সাথে খেলাপি ঋণ আদায়ে বেসরকারি উদ্যোগে 'সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি' গঠনের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হারের নির্ধারিত মাত্রার বিষয়টি তুলে নেয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে সুদের হার ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশ করা হয়েছে।

নিত্য ব্যবহার্য অনেক পণ্য আমদানি নির্ভর হওয়ার কারণে কিছু পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এতসব ব্যবস্থা নেয়ার পরও মূল্যস্ফীতি খুব একটা কমতে দেখা যাচ্ছে না। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি না কমার পেছনে দুই ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যার মধ্যে কিছু বাজার ভিত্তিক। আর কিছু রয়েছে বাজার বহির্ভূত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক এম এম আকাশ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ডলার সংকটের কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার মান স্থিতিশীল রাখা যাচ্ছেনা। যে পরিমাণ ডলার আয় হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ডলার দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এর পেছনে স্বাভাবিক কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না। বরং অসাধু উপায়ে ডলার পাচারের কারণে এমনটা হচ্ছে। আর এটা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতি কমানো যাবেনা। "দ্বিতীয়ত, উৎপাদক ও ভোক্তার দামের মধ্যে বিস্তর ফারাক থাকে। এর কারণ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কয়েক হাত বদল এবং নানা ধরনের চাঁদাবাজি। অতিরিক্ত ব্যয় যুক্ত হওয়ার কারণে চূড়ান্ত দাম বেড়ে যাচ্ছে। অল্প কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে পণ্য সরবরাহের সুযোগ কুক্ষিগত থাকায় তারাই পণ্যের দাম নির্ধারণ করছে। ফলে সরকার দাম নির্ধারণ করে দিলেও তা কাজ করছে না," যোগ করেন মি. আকাশ। এই অর্থনীতিবিদ বলেন, "কিছুদিন আগে সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী বলেছিলেন যে, এই সিন্ডিকেট হচ্ছে আমাদের সরকারের চেয়ে মোর পাওয়ারফুল। এটাকে আর দমন করতে পারছি না।" এ ধরনের কারণে বাজার ও দাম নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, উল্টোভাবে দেখতে গেলে শ্রীলঙ্কা খারাপ অবস্থানে থাকার পরও সেখানে এ ধরনের অনুঘটক না থাকার কারণে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। "শ্রীলঙ্কা আমদানি-রপ্তানি, ট্যুরিজম করে, ডলারটা নিজের দেশে এনে, ভারত থেকে বৈদেশিক সাহায্য এনে, যেমনে পারে ডলারের মানটাকে স্থিতিশীল রাখতে পেরেছে।" মি. আকাশ বলেন, সেখানে যে সিন্ডিকেট ছিল সেটা ক্ষমতার পালাবদল হওয়ার কারণে ভেঙ্গে পড়েছে। সুশাসন কায়েম হওয়ার ফলে এ ধরনের সমস্যা কমে এসেছে। "তুলনামূলক বিচারের একই সারমর্মে পৌঁছাবেন, বাংলাদেশে যে কারণগুলো সক্রিয় আছে, অন্যান্য দেশে সে কারণগুলো সক্রিয় নেই। সে কারণে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি কমানো যাচ্ছে না।"

তিনি মনে করেন, যারা অর্থ পাচার করছে, যারা সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না গেলে অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তবে এটা সহজ নয় বলেও মনে করেন তিনি। কারণ বাংলাদেশে স্বজন-পোষণমূলক পুঁজিবাদ প্রচলিত রয়েছে। "সেখানে স্বজনদের ওপর সরকার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, ওই স্বজনরাই আবার সরকারের পলিসি বা নীতিকে কন্ট্রোল করে। সুতরাং এটা এলিট ক্যাপচার অব রেগুলেটরি বডি- এই সিনড্রোমে বাংলাদেশ ভালোভাবে পড়ে গেছে," বলেন মি. আকাশ।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ- সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে যাদের রিজার্ভ কম, তাদের জ্বালানি আমদানিতে উচ্চ মূল্য দিতে হয় তাই ডলারের ঘাটতি হয় এবং এর জন্য আমদানি ব্যয় বাড়ে। আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশে রয়েছে। এটা পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাতেও রয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এসব দেশ কতটা কৃচ্ছতা সাধন করতে পারে। এসব দেশের ব্যয়

সংকোচন খুবই কঠোর হাতে করতে হয়। যেটি বাংলাদেশে হয়নি। "আপনি কিছু জায়গায় নেবেন, কিছু জায়গায় ছাড় দেবেন, তাহলে এই ছাড় দেয়ার পেছনে যে লজিকটা দেয়া হয় সেটা কাজ করে না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এখানে ওই ধরনের হার্শ (কঠিন) মেজার (পদক্ষেপ) নেবার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি আগেও ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও হবে বলে আমি মনে করি না।" তিনি বলেন, "এর কারণে সব সময়ই এখানে একটা লুপহোল ছিল। যার কারণে কৃচ্ছতা সাধনের মাধ্যমে যে আমরা আমদানি ব্যয় কমিয়ে আনবো এবং ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ধরে রাখবো সেটা করতে সক্ষম হইনি।" তিনি বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য পণ্যের আমদানি কমিয়ে আনতে আরো কঠোর হওয়ার দরকার থাকলেও সেটি নেয়া হয়নি। তার মতে, সরকারি ব্যয়ের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতি রয়েছে। সরকারি ব্যয় যেভাবে কঠোর হাতে কমানোর দরকার ছিল সেটিও হয়নি। উল্টো নতুন নোট ছাপিয়ে সরকারকে দেয়া হয়েছে, বেসরকারি উৎস থেকে ঋণ করা হয়েছে। এর ফলে বাজারে নগদ অর্থের আধিক্য থাকায় মূল্যস্ফীতিও বেড়েছে। মি. মোয়াজ্জেম বলেন, "আমদানি ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে কঠোরতা দেখিয়ে শ্রীলঙ্কা মূল্যস্ফীতি কমাতে সক্ষম হলেও এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তেমন সুবিধা করতে পারেনি। ফলে শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতি কমলেও বাংলাদেশের কমেনি। এই একই কারণে আইএমএফ এর ঋণেরও সর্বোচ্চ সুবিধাজনক ব্যবহার করতে পেরেছে শ্রীলঙ্কা।"

বাজারে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুটিকতক কোম্পানির আধিক্য থাকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশ নেই বলে পণ্যের দাম যথেচ্ছভাবে বেড়েছে বলে মনে করেন এই গবেষক। এ কারণে সরকার কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমালেও সেটি আসলে শেষমেশ গিয়ে কোনো সুফল বয়ে আনে না। কারণ আমদানি করেন গুটি কয়েক ব্যবসায়ী। "ডিউটি কমানোর সুবিধাটা আমদানিকারকরা নিয়েছে, ভোক্তারা সেটার সুবিধা পান নাই, ওদিকে আবার সরকার তার রাজস্ব হারিয়েছে," বলেন মি. মোয়াজ্জেম। একই সাথে দেশ থেকে ডলার পাচার হওয়া, ডলারের সরবরাহের সংকট ইত্যাদিও বাজার বহির্ভূত কারণ হিসেবে কাজ করেছে। ভর্তুকির ক্ষেত্রে সরকার রপ্তানি, জ্বালানি ও কৃষিক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে থাকে। মি. মোয়াজ্জেম বলেন, "কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকির প্রয়োজন থাকলেও রপ্তানি ও জ্বালানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনার সময় হয়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি ক্ষেত্রে ভর্তুকি কমাতে হবে। তবে তার বদলে ভোক্তার ওপর মূল্য বাড়ানো যাবেনা, বরং ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তা পুনর্মূল্যায়ণের মাধ্যমে এটি কমিয়ে আনতে হবে। একে সরকারের ব্যয় অনেকাংশে কমানো সম্ভব।" একইসাথে সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্ষেপণ কমিয়ে আনতে হবে যাতে করে খরচ কমিয়ে অর্থনীতিকে আগে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় আনা যায়। তবে সরকার এসব পথে হাঁটছে না বলেও মনে করেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

অধ্যাপক ইউনূসের প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ কল্যাণকে আয়কর পরিশোধ করতে হাইকোর্টের নির্দেশ

বাংলাদেশের নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানটিকে ছয়টি অর্থ বছরের জন্য ১১৯ কোটি টাকারও বেশি আয়কর পরিশোধ করতে হবে। হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার ও বিচারপতি সরদার মো. রাশেদ জাহাঙ্গীরের বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এই রায় দেন। মামলার নথি অনুযায়ী, গ্রামীণ কল্যাণের কাছে আয়কর কর্তৃপক্ষের পাওনা দাবি ছিলো প্রায় ৫৫৬ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থ বছর থেকে ২০১৬- ২০১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত আয়কর বাবদ এই পাওনা দাবি করা হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে ছয়টি অর্থ বছরের জন্য গ্রামীণ কল্যাণের পক্ষ থেকে মোট সাতটি আয়কর রেফারেন্সের এসব মামলা করা হয়। গ্রামীণ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন জানান, "ড. ইউনূসের করা এসব আয়কর রেফারেন্স মামলা খারিজ করে এ রায় দিয়েছে হাইকোর্ট।" তিনি আরও বলেন, "সেসময় এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়া হয়। কিন্তু রিটার্নে যে খরচ দেখানো হয় তার স্বপক্ষে দলিল দেখাতে না পারায় তখন তা বাতিল করে দেওয়া হয়। কিছু খরচের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ দেখালেও তা যথাযথ নয় বলে গ্রহণ করেনি আয়কর কর্তৃপক্ষ। পরে ডেপুটি কমিশনার অব ট্যাক্সেসের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনার অব আপিলের কাছে আপিল করে অধ্যাপক ইউনূসের এই প্রতিষ্ঠান। এই আপিলে হারার পর ট্যাক্সেস আপিলেট ট্রাইব্যুনালে যায় তারা। সেখানেও হেরে যায় প্রতিষ্ঠানটি", জানান মি. উদ্দিন। আইনানুযায়ী, প্রত্যেক আপিল করার সময় টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। "সবগুলো জায়গায় হেরে যাওয়ার পর হাইকোর্টে এসে আয়কর রেফারেন্স মামলা করেন ড. ইউনূস", বলেন মি. উদ্দিন। "আইনানুযায়ী প্রতিটা আপিলের সময় টাকা জমা দেওয়া হয়েছে। ধাপে ধাপে আপিল করার সময় টাকা জমা দেওয়ার ফলে আয়কর কর্তৃপক্ষের যে ৫৫৫ কোটি টাকার বেশি দাবি ছিলো তার থেকে এখন ১১৯ কোটি টাকা দিতে হবে অধ্যাপক ইউনূসের গ্রামীণ কল্যাণকে", জানান অ্যাটর্নি জেনারেল। এ রায়ের কথা উল্লেখ করে এখন আয়কর কর্তৃপক্ষ তাদের নোটিশ দেবে।

হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী, আয়কর কর্তৃপক্ষকে গ্রামীণ কল্যাণ এখন এ অর্থ পরিশোধ করবে। ট্যাক্সেস আপিলেট ট্রাইব্যুনালের আদেশের পর আয়কর কর্তৃপক্ষের মোট দাবি ছিলো ৫৫৫ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকার বেশি। বিভিন্ন পর্যায়ে আপিল আবেদন করার সময় পরিশোধ করে এখন কর্তৃপক্ষ পাবে ১১৯ কোটি ২৯ লাখ ২৮ হাজার টাকা। অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, "ড. ইউনূসের আইনজীবীর মূল যুক্তি ছিল অডিট ফার্মের রিপোর্ট থাকলে আর ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ তা বাতিল করতে পারেনা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আরো ২০ বছর আগের রায়ে বলা হয়েছে, অডিট ফার্মের

রিপোর্টই মূল ভিত্তি নয়। বরং রিপোর্ট কীসের ভিত্তিতে করা হয়েছে তা প্রমাণ করতে না পারলে অডিট রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করা যাবে।" দীর্ঘদিনের আইনি প্রক্রিয়া শেষে এই রায় এলো বলে জানান মি. উদ্দিন। গ্রামীণ কল্যাণের আইনজীবী সরদার জিন্নাত আলী জানান, "গ্রামীণ কল্যাণের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে কি না, সে বিষয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।" এর আগে গত বছরের ৩১শে মে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ট্রাস্টে দান করা অর্থের বিপরীতে তিন করবর্ষে আয়কর কর্তৃপক্ষের 'দানকর' আরোপ বৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। এর বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করলেও তা খারিজ করে দেয় আপিল বিভাগ। ওই আদেশের ফলে তাকে দানকর হিসেবে সাড়ে ১২ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। যে তিনটি ট্রাস্টে দানকর দিতে হয় সেগুলো হলো প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস ট্রাস্ট, ইউনূস ফ্যামিলি ট্রাস্ট ও ইউনূস সেন্টার ট্রাস্ট। এই তিনটি ট্রাস্টে অধ্যাপক ইউনূস দান করেন। তিন ট্রাস্টে দান করা অর্থের বিপরীতে আয়কর কর্তৃপক্ষ 'দানকর' আরোপ করে। যা হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগেও বহাল থাকে। গত ১লা জানুয়ারি গ্রামীণ টেলিকমে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা করে ঢাকার একটি শ্রম আদালত। এ রায়ের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতি দমন কমিশন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস-সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে ২৫ কোটি টাকার বেশি অর্থ-পাচার ও আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেছে।

সম্প্রতি এ মামলায় জামিন পেয়েছেন অধ্যাপক ইউনূস-সহ সাতজন। বাকিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। আগামী ২রা এপ্রিল এ মামলায় অভিযোগপত্র গ্রহণের বিষয়ে শুনানি রয়েছে। এটিই অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের একমাত্র মামলা। বাংলাদেশে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মোট ১৮টি মামলা চলছে। এসব মামলা স্থগিত ও বিচারিক হয়রানি বন্ধ চেয়ে আন্তর্জাতিক মহল আহ্বান জানিয়ে আসছিল। অযথা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে কি না, তা দেখতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের বাংলাদেশে আসার আহ্বানও জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বাংলাদেশে আসতে নোবেল বিজেতারা-সহ মোট ২৪২ জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব খোলা চিঠিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। পরে ড. ইউনূসের আইনজীবীরা বলেছিলেন, তাদের আসার ব্যাপারটা সরকারের অনুমতির উপর নির্ভর করে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

সাতশো ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে রাজশাহীতে 'পরীক্ষা এক্সপ্রেসে'র সেই দুর্দান্ত যাত্রা

বাংলাদেশ রেলওয়ের একজন কর্মকর্তার উদ্যোগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলো প্রায় সাতশো শিক্ষার্থী। অথচ গত মঙ্গলবার রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেন যান্ত্রিক সমস্যায় পড়ে ঢাকা থেকে ছাড়তে তিন ঘণ্টা বিলম্ব হওয়ায় তাদের সবার পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়াটাই গভীর অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওই কর্মকর্তার বিশেষ উদ্যোগ ও তার টিমের অন্যদের সহযোগিতার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উৎসাহমূলক পদক্ষেপের সুবাদে নানা নাটকীয় ঘটনার মধ্যে পরীক্ষা শুরুর ২২ মিনিট আগেই ট্রেনটি ওই শিক্ষার্থীদের নিয়ে রাজশাহীতে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এর জের ধরে গতকাল থেকেই সামাজিক মাধ্যমে প্রশংসায় ভাসছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদার। প্রশংসা করতে গিয়ে কেউ কেউ ভারতীয় ওয়েব সিরিজ 'দ্য রেলওয়ে ম্যান'-এ ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনার সময় রেল কর্মকর্তাদের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করছেন। "একটা ঝুঁকি নিয়েই ফেললাম। ওরা আমাদের সন্তান। আর গত বছর আমার সন্তানের ভর্তি পরীক্ষার সময় দৌড়াদৌড়ির অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল। আমার পুরো টিম দায়িত্ববোধ নিয়ে আগ্রহ সহকারে এই শিক্ষার্থীদের কথা ভেবেছে। উপাচার্য নিজেও অনেক সহানুভূতিশীল হয়ে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন। ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও সহায়তা করেছে", বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. তালুকদার। ওই ট্রেনেই নিজের ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঢাকার দেবাশীষ ঘোষ। মি. ঘোষ বিবিসি বাংলাকে বলেন প্রথমে বিলম্ব ও অন্য কারণে তারা সবাই রেল কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। "কিন্তু এরপর তারা যা করল সেটি অবিশ্বাস্য। এমন কী একটি স্টেশনে বলা হল যে বাচ্চাদের পরীক্ষায় দেরি হয়ে যাবে বলে পরের স্টেশনে দাঁড়ানো যাবে না, তাই পরের স্টেশনের যাত্রীরা আগেই নামতে পারেন। এ ঘোষণার পর পরের স্টেশনের যাত্রীরা নিঃশব্দে এক স্টেশন আগেই নেমে গেল। সব মিলিয়ে আসলেই অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার। রেল সত্যিই দারুণ কাজ করেছে", বলছিলেন দেবাশীষ ঘোষ।

মঙ্গলবার সকাল ছয়টায় রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ঢাকায় কমলাপুর স্টেশন ছাড়ার কথা থাকলেও যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। ওই ট্রেনেই ছিলেন সাতশোর মতো শিক্ষার্থী যারা বিকেল চারটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। কিন্তু আগের দিন ওই ট্রেনে কিছু কাজ করা হয়েছিল, যার পর যাত্রার দিন ভোরে আর ট্রেনটির ইঞ্জিন চালু করা যাচ্ছিলো না। প্রকৌশলীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে নয়টা নাগাদ ইঞ্জিন সচল করতে সক্ষম হন। এর মধ্যে তিন ঘণ্টার বিলম্ব দেখে পরীক্ষার্থীরা অনেকে স্টেশনের গার্ডদের কাছে যায় এবং বেলা তিনটার মধ্যে তাদের রাজশাহী পৌঁছানো দরকার বলে জানায়। "গার্ড তাৎক্ষণিক এসে বিষয়টি আমাকে জানায়। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা কন্ট্রোলকে কল দিলাম এবং বললাম এই ট্রেন পথে নির্ধারিত কোনও স্টেশনে আর কোথাও দাঁড়াবে না। এমন কী ক্রসিং পড়লে এ ট্রেন বন্ধ না করে উল্টো দিক থেকে আসা ট্রেনকে আগেই বন্ধ করে রাখতে

হবে। এভাবেই এটা চলবে," বলছিলেন মি. তালুকদার। অবশেষে ট্রেনটি সোয়া নয়টায় ঢাকা ছেড়ে রওনা হল। ভেতরে উদ্বিগ্ন শত শত পরীক্ষার্থী আর বিভিন্ন স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া অন্য যাত্রীরা। ট্রেনটি জয়দেবপুর ছাড়ার পর পুরোপুরি পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে এলে মি. তালুকদার আরও সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি সরাসরি যোগাযোগ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সাথে। "সব শুনে উপাচার্য বললেন তিনি ছাত্রদের সুযোগ দেওয়ার জন্য তার টিমের সাথে আলোচনা করবেন এখনই। আর আমাকে বললেন কিছুক্ষণ পরপর তাকে অগ্রগতি জানানোর কথা।"

এদিকে ট্রেন এগিয়ে চলছিল। কিন্তু সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পৌঁছানোর পর সোয়া তিন ঘণ্টা বিলম্বে রওনা দেওয়া ট্রেনটির ইঞ্জিন আবার বিকল হয়ে পড়ে। মি. তালুকদার-সহ অন্য কর্মকর্তারা তখন আশেপাশে কাছাকাছি কোথায় ভালো ইঞ্জিন আছে খুঁজতে শুরু করেন। মি তালুকদার বলছিলেন, "ট্রেনের চাকাই জ্যাম হয়ে গিয়েছিলো, নড়ানোই যাচ্ছিল না। পরে ঈশ্বরদী থেকে অন্য একটি ট্রেনের ইঞ্জিন এগুতে বললাম। তবে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে ওই লাইনে ব্রিজ থাকায় ট্রেন চালানো যায় না।" এর মধ্যে কর্মকর্তারা হিসেব করে দেখেন যে ওই অবস্থায় নতুন ইঞ্জিন এনে সেটি জোড়া দিয়ে যাত্রা শুরু করে রাজশাহী পৌঁছালেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেনা শিক্ষার্থীরা। এর মধ্যে চিলাহাটি এক্সপ্রেস নামের আরেকটি ট্রেন উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে সেখানে পৌঁছালে মিস্টার তালুকদার সেই ট্রেনের ইঞ্জিন শিক্ষার্থীদের বহনকারী ধূমকেতু এক্সপ্রেসের সাথে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেন। সেটি করা হল, কিন্তু এরপরেও হিসেব করে দেখা গেলো রাজশাহীতে চারটার আগে পৌঁছানো কঠিন হবে। মি. তালুকদার আবার ভিসির সাথে যোগাযোগ করে অনুরোধ করলেন পরীক্ষা কিছুক্ষণ পিছিয়ে দেয়ার জন্য। ভিসিও সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং বললেন সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হবে। "এরপর আমরা আসলেই ঝুঁকিই নিলাম। গতি বাড়িয়ে দিতে বললাম ট্রেনের। যে গতিতে চালানো হয়েছে তার জন্য এই ট্রেনটি যথাযথ ছিলো না। তারপরেও বাচ্চাদের জন্য এই ঝুঁকি আমরা নিলাম। পুরো ট্রেনে মাইকিং করে অন্য যাত্রীদের বললাম যে সবাইকে রাজশাহী নিয়ে আমাদের ব্যবস্থাপনায় যার যার স্টেশনে পাঠাব। তারা যেন সন্তানদের জন্য এটুকু স্যাক্রিফাইস করেন। তারাও সহায়তা করলেন," বলছিলেন মি. তালুকদার। পথে আরও যেসব স্টেশনে ট্রেনটির যাত্রী নামানোর কথা ছিলো সময় বাঁচাতে সে সব স্টেশনে আর দাঁড়ালো না ট্রেনটি।

এভাবে বিলম্ব আর নাটকীয়তাপূর্ণ ভ্রমণ শেষে বেলা তিনটা আটত্রিশ মিনিটে ট্রেনটি রাজশাহী পৌছায়। সেখানে নেমেই শিক্ষার্থী দ্রুত যার যার পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার চেষ্টা করে। "বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দারুণ সহযোগিতা করেছেন। তাও কারও কারও ৫/১০ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা ঝুঁকিটা না নিলে ওদের পরীক্ষাই দেওয়া হত না। আমাদের টিমের প্রতিটি মানুষ গভীর আগ্রহ নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে বলে এটা সম্ভব হয়েছে", বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অসীম কুমার তালুকদার। মঙ্গলবার পরীক্ষা শেষ হবার পর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে অনেকে ঘটনাটি প্রকাশ করে পোস্ট দিতে থাকেন। কেউ কেউ মি. তালুকদারের ছবি দিয়ে তার প্রশংসা করেও পোস্ট দেন। মো: শহীদুল হাসান নামে একজন তার পোস্টে লেখেন "ঢাকা থেকে আসা একটি ট্রেনের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়। থ্যাংকফুলি পশ্চিমাঞ্চল ট্রেনের এই মহাব্যবস্থাপক সেটা মনিটর করছিলেন। নিজে রাবির ভিসি স্যারের সাথে কথা বলে পরীক্ষায় লেট এন্ট্রির ব্যবস্থা করেন এবং ওই নষ্ট ট্রেনের কাছাকাছি থাকা অন্য ট্রেনের ইঞ্জিন খুলে এটায় লাগিয়ে দ্রুত রাজশাহী পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। এত কষ্ট না করে নাকে তেল দিয়ে ঘুমালেও কারও কিছু করার ছিল না। তবু একটু সহমর্মিতা দেখিয়েছেন বলে অন্তত সাতশো স্টুডেন্টকে কাল চোখের পানি ফেলতে হয়নি। উনার নাম অসীম কুমার তালুকদার", পোস্টে এভাবেই মন্তব্য করেছেন তিনি। এইচ এম রানেল লিখেছেন "৭শ শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিশ্চিত করলো অসীম কুমার! বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার অসীম কুমার তালুকদারকে নিয়ে একটি চমৎকার ওয়েবফিল্ম তৈরি হতে পারে। তৈরি হতে পারে ৫মার্চের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর নিশ্চিত মিস হয়ে পড়া ভর্তি পরীক্ষাটিতে অংশগ্রহণ করে ফেলার কাহিনী নিয়ে!" এমন অসংখ্য পোস্টে সয়লাব এখন ফেসবুক, যেগুলো শেয়ার করেও অনেকে আবার মি. তালুকদার সহ রেলওয়ের ভূয়সী প্রশংসা করছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে উদযাপিত হয় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করে। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবস উপলক্ষে পৃথক বাণী দিয়েছেন। জাতিসংঘের শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের এই দিনে, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমাবেশে যে যুগান্তকারী ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণ বাঙালিকে স্বাধীণতা যুদ্ধে অশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। বঙ্গবন্ধু তার ১৯ মিনিটের ভাষণে, পাকিস্তানের শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্ত করতে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহবান জানান এবং অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ সময় শেখ হাসিনা, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করেন। পরে, আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ ও কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তার দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন শেখ হাসিনা। এর পর, আওয়ামী যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষক লীগ, যুব মহিলা লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ-সহ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপনে, 'জয় বাংলা কনসার্ট' এর আয়োজন করা হয়েছে চট্টগ্রামে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায়, চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে ৯টি ব্যান্ডের পরিবেশনায় শুরু হয় কনসার্ট। বিকেল ৩টার দিকে মঞ্চে আসে স্থানীয় ব্যান্ড তীরন্দাজ। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের একটি গানসহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গান পরিবেশন করে ব্যান্ডটি। এই কনসার্টে আরো অংশ নেয়; আর্টসেল, ক্রিপ্টিক ফেইট, অ্যাভয়েড রাফা, নেমেসিস, চিরকুট, মেঘদল, লালন ও কার্নিভাল। বর্তমান প্রজন্মকে দেশের ঐতিহাসিক এই দিনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) পরিচালিত তারুণ্যের প্লাটফর্ম ইয়াং বাংলা ২০১৫ সাল থেকে এই কনসার্টের আয়োজন করে আসছে। মাঝে করোনা মহামারীর কারণে ২০২১-২২ সালে কনসার্ট আয়োজন করা হয়নি। এবারই প্রথম ঢাকার বাইরে এর আয়োজন করা হয়েছে। এদিকে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশে বাংলাদেশ মিশন নানা কর্মসূচিতে ৭ মার্চ উদযাপন করেছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ মুছে ফেলার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যে স্বাধীনতা বিরোধীরা ইতিহাস মুছে ফেলার অপচেষ্টা করেছে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রমাণ করে, ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন শেখ হাসিনা। "ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না; আর, এখন এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে;" শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, ঐতিহাসিক এই ভাষণ শুধু বাংলাদেশের জনগণের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ নয়; বরং, বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করা নেতাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে একটি। স্বাধীনতা বিরোধীরা বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে দিতে চেয়েছিলো বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, "তার ছবি দেখানো যেত না, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ও জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।" বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে পরিণত করার প্রচেষ্টা নেন। স্বাধীনতা বিরোধীরা তার সেই প্রচেষ্টা পছন্দ করেনি। "সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, পাকিস্তানিরা জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারেনি, বরং তার নিজের দেশের কিছু মানুষ তাকে হত্যা করেছে;" যোগ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন যে বিএনপি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে কমিউনিটি পুলিশিং ও মাদকবিরোধী সমাবেশে যোগদানের আগে, সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি। "গত ২৮ অক্টোবর তারা সর্বনাশ করেছিলো। তাদের নেতা ইংল্যান্ড থেকে নির্দেশনা দেন, কিন্তু তাদের কর্মীদের কী হবে তা নিয়ে ভাবেন না। তাদের ভুল অনুধাবন না হলে, তারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে;" উল্লেখ করেন আসাদুজ্জামান খান। তিনি বারো বলেন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে বিএনপি ৩০ টি আসনে জয়লাভ করেছিলো। ২০১৪ সালে, তারা নির্বাচন না করে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে এবং মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করে। গত নির্বাচনে বিদেশিদের ভূমিকা প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "অনেক দেশ অনেক কথা বলে। তবে, সবাই জানে সেখানে কীভাবে গণতন্ত্রের চর্চা হয়।" "কিছু উন্নত দেশে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে। আমাদের ভোট ৪২ শতাংশ। কেউ যদি বলে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, তাহলে আমাদের কিছু বলার নেই;" বলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশে সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখার কথা ভাবছেন বলে উল্লেখ করেন আসাদুজ্জামান খান। বলেন, "তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

রাইড-শেয়ারিং সুবিধার কারণে বাড়ছে ঢাকার কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ

রাইড শেয়ারিংয়ের সুবিধা পাওয়ায়, ২০২৮ সালের মধ্যে প্রায় তিন লাখ নারী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে এ সংক্রান্ত অ্যাপ উবার। বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) এক গবেষণা প্রতিবেদনে একথা জানানো হয়। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধিতে রাইড-হেইলিং প্ল্যাটফর্মের ভূমিকার ওপর আলোকপাত করে এই গবেষণা পরিচালত হয়। "রাইড-হেইলিং: আ প্ল্যাটফর্ম ফর উইমেন'স ইকোনমিক অপরচুনিটি ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে উবার ও অক্সফোর্ড ইকোনমিকস। প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্মক্ষেত্রে আরো বেশি সংখ্যক নারীকে যুক্ত করতে, এ সার্ভিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০২৮ সালের

মধ্যে, ঢাকার নারী কর্মীর হার বাড়তে পারে ১৩ শতাংশের বেশি। "রাইডশেয়ারিং সুবিধার ফলে প্রায় ৩ লাখ নারী ঢাকার কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবেন। এতে ঢাকার অর্থনীতির আকার ১ দশমিক ৫ শতাংশের বেশি বাড়বে;" প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ঢাকার নারী ও পুরুষদের রাইডশেয়ারিং সংক্রান্ত আচরণ সম্পর্কে ধারণা পেতে এই জরিপ চালানো হয়। জরিপে দেখা গেছে, রাইডশেয়ারিং সার্ভিসের সহজলভ্যতার কারণে তারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রতি ৩ জনের মধ্যে ১ জনের বেশি নারী যাত্রী এ কথা জানিয়েছেন। প্রতিবেদন প্রসঙ্গে বিআরটিএ চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত পরিবহন নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং রাইড-হেইলিং সেবাসমূহ এই প্রয়োজনীয়তা পূরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "উবারের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল, নারী ক্ষমতায়নের জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। বাংলাদেশে নারীদের নিরাপদ চলাচল এবং অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর এই ভূমিকা ও উদ্যোগের প্রতি আমি প্রশংসা ও সমর্থন জানাচ্ছি;" তিনি যোগ করেন। উবার বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড নাশিদ ফেরদৌস কামাল জানান, নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য যাতায়াত ব্যবস্থার ফলে আরো বেশি সংখ্যক নারীর জন্য কর্মশক্তিতে যোগ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়; এ তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে। "উবার ও অন্যান্য রাইড শেয়ারিং সার্ভিস এই 'জেন্ডার কমিউট গ্যাপ' সমাধানে কাজ করছে। এর মাধ্যমে নারীরা নিরাপদ ও সুবিধাজনকভাবে সরাসরি কমর্স্থল বা নিজের কাছাকাছি গণপরিবহন স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করতে পারেন;" বলেন তিনি। অক্সফোর্ড ইকোনোমিকসের লিড ইকোনমিস্ট বালি কৌর সোধি বলেন, "উদীয়মান বাজারে নারীরা এখনো গৃহস্থালি ও সেবা প্রদানের কাজ বেশি করে থাকেন।" প্রতিবেদনে, নারীর কর্মশক্তিতে প্রবেশ বা কর্ম জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যাতায়াতের বাধা দূর করতে সহায়তার লক্ষ্যে, প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য একটি প্রমাণ-ভিত্তিক নীতির সুপারিশ করা হয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশে দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ বোধ করেন না প্রায় ৬৭ শতাংশ নারী

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নারী ও কিশোরীদের ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ দুর্যোগ কালে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে আগ্রহী নন। নিরাপদ বোধ করেন না বলে তারা অনাগ্রহী। বৃহস্পতিবার (৭ মার্চ) রাজধানী ঢাকায়, ইন্টারন্যাশনাল রেস্কিউ কমিটির (আইআরসি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায়, উপকূলীয় অঞ্চলের নারীরা নীরবে যৌন সমস্যা নিয়েই জীবনযাপন করছে। পরে এসব সমস্যা বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা যৌন হয়রানির মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, এসব ঘটনা নারী ও শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ও মানসিক পীড়া দিচ্ছে।

গবেষণার তথ্য অনুসারে, মূলত দারিদ্র্য (৭৩ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং জীবিকা হারানোর (৬৮ শতাংশ) মতো বিষয়গুলো পারিবারিক ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা সংশ্লিষ্ট ঘটনার মূল কারণ। দুর্যোগের পর, দারিদ্র্যের কারণে জোরপূর্বক গর্ভপাতের শিকার হচ্ছেন নারীরা; প্রতিবেদনে বলা হয়। আইআরসি জানায়, দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে হাসপাতাল থাকলেও, পর্যাপ্ত সেবার সুযোগ না থাকায় অনেকেই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব অঞ্চলের ৭৪ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ সঠিক সময়ে চিকিৎসা পান না। প্রতিবেদন মতে; কারণ হিসেবে দেখা গেছে, ৭০ শতাংশ সময় ধরে, দুর্যোগের কারণে হাসপাতাল বন্ধ থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা গত কয়েক বছরে আরো অনেক বেড়েছে। একই সঙ্গে বেড়েছে জলাবদ্ধতা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাসহ আরো অনেক ধরনের সমস্যা। বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ভোলা অঞ্চলে সমীক্ষা চালিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে বলা হয়, শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়া, বাল্য বিবাহ, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, জীবিকার অভাবসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, "আশ্রয়কেন্দ্রে মায়েদের জন্য আমরা শিশুদের দুধপান করানোর আলাদা ব্যবস্থা করেছি। আমরা দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোতে সহনশীল অবকাঠামো তৈরি করছি; যাতে সেগুলোকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে" আইআরসির কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিনা রহমান বলেন, "আমাদের উদ্যোগগুলো যেন সবার কথা মাথায় রেখে নেয়া হয়, যেন সব ধরনের, সব লিঙ্গের, সব জাতির মানুষ সুযোগ-সুবিধাগুলো পায় এবং তাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত হয়; সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।" উপকূলীয় অঞ্চলে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে এনজিও 'জাগো নারী'। সংগঠনটির প্রধান হোসনে আরা হাসি বলেন, "বাংলাদেশের একটি বড় অংশ উপকূলের সাথে জড়িত। এই অংশের মানুষ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে।" "সাম্প্রতিক সময়ের জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। এক্ষেত্রে সরকার ও এনজিওগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অনেক অভাব রয়েছে। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে এই মানুষগুলোর জন্য;" বলেন হোসনে আরা হাসি। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (সিপিআরডি) এর প্রধান নির্বাহী মো. শামসুদ্দোহা বলেন, "দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা কম হলে আমরা সেটাকে সাফল্য হিসেবে ধরে নেই। কিন্তু, যে মানুষগুলো আশ্রয়কেন্দ্রে যাচ্ছে, তাদের অধিকার সম্পর্কে আমরা এখনো সচেতন নই। এই বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

রোজায় চিনির সঙ্কট হবে না, টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীরা পাবেন ৭০ টাকায়

বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু আশা করেছেন, দেশের বিভিন্ন মিলে যে পরিমাণ চিনি মজুদ আছে তাতে পবিত্র রমজান মাসে বাজারে চিনির কোন সংকট হবে না। তিনি বলেন, কিছুদিন আগে একটি চিনির গুদামে আগুন লেগেছে আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। আরো রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতার প্রতিবেদনে :

বাংলাদেশের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, "কিছুদিন আগে একটি চিনির গুদামে আগুন লেগেছে। আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। বিভিন্ন মিলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তাদের কাছে যে পরিমাণ চিনি মজুত আছে, আশা করছি বাজারে চিনির কোনো সংকট হবে না।" আজ (বৃহস্পতিবার) কলোনি বাজার পলিটেকনিক মাঠে টিসিবি আয়োজিত টিসিবির পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি লোককে প্রতি মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য দেওয়া হচ্ছে। টিসিবির সেবাগ্রহণকারী গ্রাহকদের তথ্য আবার যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল কার্ড দেওয়া হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, টিসিবির পণ্য কিনতে গ্রাহকদের অনেক সময় পরিশ্রম হয়। এই ভোগান্তি কমাতে টিসিবির ডিলারশিপের দোকানগুলো নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে। তারপরও আমরা সাশ্রয়ীমূল্যে পণ্য বিতরণ করে যাচ্ছি। ১৬৩ টাকার তেল দিচ্ছি ১০০ টাকায়, ১৪০ টাকার চিনি দিচ্ছি ৭০ টাকায়। আহসানুল হক টিটু বলেন, টিসিবির মাধ্যমে এই ১ কোটি গ্রাহকের কাছে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে কিন্তু বাজারের চাপটা অনেকটাই কমে যাবে। ফলে সাধারণ ভোক্তারাও সহজে কেনাকাটা করতে পারবে (স্বকণ্ঠে) : আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমাদের চিনির যে পরিমাণ মধু চিনির কোন সংকট হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। মিলগেটের রেট এক টাকাও বাড়বে না রমজানের আগে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ভোলায় খনিজসম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ

বাংলাদেশের ভোলায় মজুদ থাকা খনিজসম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার-কারখানার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদন :

ভোলায় মজুদ থাকা খনিজসম্পদ গ্যাস কাজে লাগিয়ে সার-কারখানার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ওপর নির্ভর করে শিল্পনগরী হতে পারে দ্বীপজেলা ভোলা। তাই উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে দ্রুত এসব বাস্তবায়ন করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। ভোলার বোরহান উদ্দিনে ১৯৯৫ সালে গ্যাসের সন্ধান পায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি বাপেক্স। বর্তমানে গ্যাস উত্তোলন করে কয়েকটি বিদ্যুৎকেন্দ্র শিল্প কারখানা ও আবাসিকে সংযোগ দেয়া হয়েছে। এখনো বিপুল পরিমাণ গ্যাস মজুদ থাকায় গ্যাসভিত্তিক সার-কারখানার পরিকল্পনা করছেন সরকার। সম্প্রতি এ লক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি দল ভোলার কয়েকটি সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেছেন। ভোলায় ৩০ বছরের গ্যাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হলে ঘোড়াশালের মত সার-কারখানা করা হবে। পাশাপাশি এল এম জি টার্মিনালের কথা জানান শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন (স্বকণ্ঠে) : গ্যাস ফিল্ডগুলো আছে সেগুলো চালু হয়ে যাবে এবং তারাও প্রসেস শুরু করবে সেখানে দিতে পারবে। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ আমরা সেজন্যই এটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভোলাতে কাজ শুরু করেছি। আর শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, ভোলায় সার-কারখানা হলে কোনো সার বিদেশ থেকে আনতে হবে না। এতে দেশের অর্থনীতিতে সাশ্রয় হবে এবং দেশের মানুষের কর্মসংস্থান হবে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে ভোলার গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানার খবরে আনন্দিত এলাকাবাসী। দ্রুত এসব বাস্তবায়নের আহ্বান তাদের। জনৈক ব্যক্তি (স্বকণ্ঠে) : অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এই এলাকার অর্থাৎ দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষকদের জন্য অনেক ভালো হবে। অনেক কম দামে আমরা সার পাবো, অনেক ফলন আমরা ফলাইতে পারবো। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান, ভোলার গ্যাসকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। একই সাথে দেশের বিদ্যুৎ ও ইন্ডাস্ট্রি খাতে যেখানে সংকট রয়েছে সেখানে গ্যাসের ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য ভোলায় আরও গ্যাসের অনুসন্ধান চালানো হবে এবং ভবিষ্যতে আরও ৯টি কূপসহ মোট ১৮টি কূপ খনন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে (স্বকণ্ঠে) : আমাদের এখন সবচেয়ে বড় পরিকল্পনা হলো, ভোলার গ্যাসকে সর্বোপরি কিভাবে সবচাইতে বেশি ব্যবহার করা যায়।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

বিদেশীদের স্বার্থ সুগমের পথ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই সরকারের : গয়েশ্বর চন্দ্র রায়

বিদেশীদের স্বার্থ সুগমের পথ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তারেক রহমানের ১৮তম কারাবন্দী দিবস উপলক্ষ্যে আজ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি বা ডিআরইউতে এক আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি। গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গালাগালি করে কোন লাভ নেই। আপনাদের ক্ষমতায় থাকতে হলে আর সশরীরে বেঁচে থাকতে হলে বিদেশিদের স্বার্থ

চরিতার্থ করার সুগম পথ করা ছাড়া আপনাদের সামনে বিকল্প নেই। দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে গয়েশ্বর বলেন, আমরা অনায়াসে বলতে পারব ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের ফলাফলে শেখ হাসিনা নয় পার্সেন্টের প্রধানমন্ত্রী। আর আমরা ৯৩% এর নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে আন্দোলন করেছি। সুতরাং আমরা শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ নই, সংখ্যায় এদেশের মানুষের মালিকানার দাবি করতে পারি। এজন্য দেশের মালিক আমরা, আওয়ামী লীগ নয়।তিনি বলেন গত ১৬ বছর ধরে আমরা আন্দোলন, সংগ্রামের মধ্যে আছি। এতে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না, এগিয়ে যাচ্ছি।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

গাজায় সংঘাত শুরুর ৫ মাস পর মানবিক সঙ্কটের আরও অবনতি

বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এবং ইসলামিক গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়েছে। ওই সংঘাতের ফলে ৩০ হাজারের বেশি বেসামরিক লোকজন নিহত হয়েছেন। ৭ই অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে আকস্মিক হামলা চালালে সেই সংঘাত শুরু হয়। গাজা উপত্যকায় মানবিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলেও দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি আলোচনা অচলাবস্থায় আটকে আছে। আগামী রবিবার থেকে মুসলিমদের পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার আগে সংঘাত বন্ধ করা যায় কি না সেদিকে এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে। মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনা চলছে। কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য রবিবার মিশরের রাজধানী কায়রোতে হামাসের প্রতিনিধিরা পৌঁছেছেন। ইসরায়েল এবং মধ্যস্থতাকারীরা হামাসের আটক করে রাখা জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে যুদ্ধে ছয় সপ্তাহ বিরতির প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে হামাস সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতির দাবিতে অটল রয়েছে যার ফলে যুদ্ধরত দুই পক্ষের মধ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে, বুধবার গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় ৮৬ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘোষণার ফলে সংঘাতে মোট নিহতের সংখ্যা এখন ৩০,৭১৭ তে উন্নীত হয়েছে। ইসরায়েলি বাহিনীর হস্তক্ষেপ এবং যুদ্ধ চলার কারণে বিশেষ করে উত্তর গাজায় ত্রাণ মিশনের প্রবেশাধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

পরিবহণ খাতে চাঁদা টিআইবির হিসাবের চেয়েও বেশি

পরিবহণ খাতে বছরে টিআইবির হিসাবের চেয়ে বেশি চাঁদা আদায় হয় বলে জানিয়েছেন একজন পরিবহণ শ্রমিক নেতা। তার মতে এই খাতে টিআইবি ৪৬ ভাগ সেবাগ্রহীতাকে চাঁদা দিতে হয় বললেও বাস্তবে ৯০ ভাগকে চাঁদা দিতে হয়। আর ব্যবসায়ীরা বলেছেন, পরিবহণে চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। তাদের মতে পরিবহণ খাতে যেকোনো ধরনের চাঁদা পণ্যমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গত ৫ মার্চ 'ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস পরিবহণ ব্যবসায় শুদ্ধাচার' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে জানায়, দেশে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাস ও মিনিবাস থেকে বছরে এক হাজার ৬০ কোটি টাকা চাঁদা আদায় হয়। এই চাঁদার ভাগ পায় দলীয় পরিচয়ধারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, ট্রাফিক ও হাইওয়ে পুলিশ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কর্মকর্তা-কর্মচারী, মালিক-শ্রমিক সংগঠন ও পৌরসভা বা সিটি করপোরেশনের প্রতিনিধিরা। অবশ্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার সংবাদ সম্মেলন করে বলেছেন, ''বিআরটিএ কিংবা মন্ত্রণালয়ে কোনো মৌখিক, লিখিত অভিযোগসহ কোনো তথ্য না থাকা সত্ত্বেও টিআইবি অসত্য প্রতিবেদন তৈরি করেছে। বিআরটিএর সেবাগুলো ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় সশরীর অফিসে যেতে হয়না। ফলে ঘুস দুর্নীতিও হয় না।" আর সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতি এক বিবৃতি বলেছে, ''প্রকৃতপক্ষে মালিক সংগঠন নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ কখনো আদায় করেনা। এর বাইরে কেউ অবৈধ চাঁদা আদায় করলে তা কঠোর হস্তে প্রতিহত করা হয় এবং অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা নেয়া হয়।"

টিআইবি জরিপের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন তৈরি করে। জরিপে দেখা যায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সদস্য ও সমর্থনপুষ্টদের দ্বারা পরিবহণ ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত হয়। মালিক সংগঠনের নেতাদের অধিকাংশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। ২২টি কোম্পানির কাছে ৮১.৪ শতাংশ বাসের মালিকানা রয়েছে। আর তাদের ৮০ শতাংশই ক্ষমতাসীন দলের। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মী বা শ্রমিকদের ৪০.৯ শতাংশের মতে, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির এক বা একাধিক বাসের নিবন্ধনসহ কোনো না কোনো সনদের ঘাটতি আছে। সিটি সার্ভিসের কর্মী বা শ্রমিকদের ৪০.৪ শতাংশ বলেছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট কোম্পানির গাড়িতে নকশা পরিবর্তন করে অতিরিক্ত আসন সংযোজন করা হয়েছে। যাত্রীদের ৬০.৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের অভিযোগ করেছেন। গবেষণার ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের জবাবে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''চাঁদাবাজির এই হিসাব খুবই রক্ষণশীল। বাস্তবে এর চেয়ে বহুগুণ বেশি চাঁদাবাজি হয়। এই চাঁদার ভাগ নানা পর্যায়ে যায়। যেহেতু খাতটি রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণে, সেহেতু চাঁদার নিয়ন্ত্রণও তাদের হাতে।" ড. ইফতেখারুজ্জামানের কথার সত্যতা পাওয়া যায় বাংলাদেশ পরিবহণ শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. হানিফ খোকনের কথায়। তিনি বৃহস্পতিবার ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''টিআইবি বলেছে ফিটনেস, রুট

পারমিট, রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ৪৬ ভাগকে উৎকোচ দিতে হয়। বাস্তবে ৯০ ভাগকে উৎকোচ দিতে হয়। ভয়ে তারা প্রকাশ করে না।" তার মতে, বিআরটিএর চেয়ারম্যান বলেছেন ড্রাইভিং লাইসেন্স এখন অনলাইনে দুই-তিন দিনে হয়ে যায়। বাস্তবতা হলো চার বছরেও ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায় না। এখানেও ঘুস আছে। তিনি জানান, ''পরিবহণ খাতে এখন নানা ধরনের চাঁদা আদায় হয়। পরিবহণ থেকে মালিক ও শ্রমিক সমিতির নামে চাঁদা আদায় হয়। ঢাকা থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত ২৫ পয়েন্টে চাঁদা নেয়া হয়। সায়েদাবাদ থেকে পটুয়াখালি ১৫ পয়েন্টে চাঁদা নেয়া হয়। মহাখালি বাস টার্মিনাল থেকে এক হাজার ২০০ গাড়ি চলাচল করে। তাদের ট্রিপ হয় দুইটা করে। প্রতি ট্রিপে ৮০০ টাকা করে চাঁদা দিতে হয়। টিআইবি যে বছরে এক হাজার কেটি টাকা চাঁদা আদায়ের কথা বলেছেন বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি চাঁদা আদায় হয়। মালিক সমিতি বিআরটিএ থেকে নানা সুবিধা পায় তাই তারা টিআইবির রিপোর্টের বিরুদ্ধে বলছে। আর বিআরটিএর চেয়ারম্যান বলেছেন, এই প্রতিবেদনে সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাঁদাবাজি ওইসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায়। তাতে সরকারের ভাবমুর্তি ক্ষুন্ন হবে কেন? সাহস থাকলে তিনি তার সম্পদের তালিকা প্রকাশ করুক।"

আর এফবিসিসিআইর সাবেক পরিচালক এবং দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, "যেই অস্বীকার করুক না কেন পরিবহণ খাতে চাঁদাবাজি হয়। এই খাতে চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। বিশেষ করে পঁচনশীল দ্রব্যের ওপর চাঁদাবাজদের নজর বেশি। কারণ ওই পণ্য আটকে রাখলে বা দেরি করলে ব্যবসায়ীরা লোকসানে পড়েন।" তিনি জানান, " ট্রাকের ওজন স্কেলের নামে চাঁদাবাজি হয়, হাইওয়েতে ট্রাক আটকে সার্চ করার নামে চাঁদাবাজি হয়। এছাড়া পৌরসভা এলাকা পার হওয়ার সময়ও পণ্যবাহী ট্রাককে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদাবাজি হলে পরিবহণ ভাড়া বেড়ে যায়। আর সেটা ব্যবসায়ীদেরই বহন করতে হয়। আমরা একবার সরেজমিন তদন্ত করে দেখেছি। তাতে শাকসবজিসহ কাঁচামালের ট্রাকই চাঁদাবাজির শিকার হয় বেশি"। বলেন এই ব্যবসায়ী নেতা। আর বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, "পরিবহণ খাতে এই চাঁদাবাজি টিকিয়ে রাখার জন্য শাসক দলকে দরকার হয়। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবহণ খাতেও শাসক দলের লোকজন নিয়ন্ত্রণ নেয়। চাঁদাবাজির জন্যই এটা হয়।" তার কথা, "বাংলাদেশে পরিবহণ ভাড়া পাশের দেশ ভারতের চেয়ে অনেক বেশি। সেবার মান অনেক খারাপ। পাবলিক যানবাহনও নিম্নমানের। এর কারণ চাঁদাবাজি। চাঁদাবাজির কারণে ভাড়া যেমন বেশি। তেমনি নিত্যপণ্যের দামও বেড়ে যায়।" তার কথা, ''টিআইবি পরিবহণ খাতের চাঁদাবাজির আংশিক হিসাব দিয়েছে। তারা শুধু বাস মিনিবাসের কথা বলেছে। কিন্তু সড়কে সাত-আট ধরনের যানবাহন আছে। আমার হিসেবে এই খাতে বছরে ১০ হাজার কোটি টাকা চাঁদাবাজি হয়।" তিনি বলেন," চাঁদাবাজির কারণে সড়ক পরিবহণে নৈরাজ্য চলছে। এর সঙ্গে বিআরটিএ, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, পুলিশ জড়িত। এটাকে অস্বীকার না করে সরকারের উচিত আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেয়া।" (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

'বাংলাদেশের ইতিহাস-স্বাধীনতা ৭ মার্চ ছাড়া হতে পারে না'

যারা ঐতিহাসিক ৭ মার্চকে মানে না বা পালন করেনা, তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। দিবসটি পালন না করায় এ প্রসঙ্গে বিএনপির সমালোচনাও করেন তিনি। ৭ মার্চ বাংলাদেশের একটি অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" এই ভাষণকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের দিক-নির্দেশনা হিসেবে দেখা হয়। যার ধারাবাহিকতায় ২৫ মার্চের কালরাতে পাকবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার পর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম। ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ''৭ মার্চের ভাষণ শুধুমাত্র একটি ভাষণ নয়। এটি একটি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে রচিত একটি মহাকাব্য।"

বাংলাদেশে ডয়চে ভেলের কনটেন্ট পার্টনার দ্য ডেইলি স্টার মন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লিখেছে, ''প্রকৃতপক্ষে ৭ মার্চেই তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেদিন ঢাকা থেকে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট করেছিল রাওয়ালপিন্ডিতে যে, চতুর শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।" এ সময় তিনি ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালন না করার জন্য বিএনপি ও তার মিত্রদের সমালোচনা করেন ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, ''যারা আজকে ৭ মার্চকে অস্বীকার করে, তারা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটিই হচ্ছে সন্দেহজনক। আজকে বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ মার্চ পালন করে না। বাংলাদেশের ইতিহাস-স্বাধীনতা ৭ মার্চ ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং যারা এটি মানে না বা পালন করে না, তারা আসলে স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ।"

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৭.০৩.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে পাকিস্তানি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

বাংলাদেশিকে হত্যার দায়ে সৌদি আরবে পাকিস্তানি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এসব পাকিস্তানি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হামলা করেন। ওই প্রতিষ্ঠানের গার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন হত্যার শিকার হওয়া বাঙালি ব্যক্তি। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম গালফস নিউজ স্থানীয় সময় বুধবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। অভিযুক্ত পাকিস্তানিরা প্রতিষ্ঠানটিতে হামলা চালিয়ে বাংলাদেশিসহ দুই গার্ডকে বেঁধে ফেলে। এরপর তাদের উপর নির্যাতন চালায় এতে বাংলাদেশির মৃত্যু হয়। পরে তদন্ত শেষে মামলাটি বিজ্ঞ আদালতে পাঠানো হয়। আদালত হত্যাকাণ্ডের সত্যতা খুঁজে পায়। এবং তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয় যা পরবর্তীতে আপিল আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে বহাল থাকে। এরপর মৃত্যুর দণ্ড কার্যকরের রাজকীয় ডিক্রি জারি করা হয়। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এদিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
(রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার সকাল সাতটায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে মহান এই নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর তিনি স্বাধীনতার স্থপতি এই মহান নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা জানানোর পর দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগের সভাপতি দলের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে আরেকটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর কৃষক লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ সহ সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কাকে আট উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরালো বাংলাদেশ

শ্রীলংকা-বাংলাদেশের ম্যাচ মানেই বাড়তি উত্তেজনা। সেই উত্তেজনায় নতুন করে রসদ জুগিয়েছে সৌম্য সরকারকে নট আউট দেওয়ার থার্ড আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত। যদিও এরপর এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান বেশিক্ষণ ক্রিজে ছিলেন না। ব্যাট হাতে সাম্প্রতিক সময়ে দারুন সংগ্রাম করা নাজমুল হোসেন শান্ত অবশেষে রানে ফিরেছেন। তার ফিফটিতে ভর করে আট উইকেটে লঙ্কানদের হারিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে হেরে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ বুধবার সিরিজের সমতা ফেরালো। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ জিতেছে আট উইকেটে। এদিন লঙ্কানরা আগে ব্যাট করে ১৬৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল। জবাবে ১১ বল হাতে রেখেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় টাইগাররা। (রেডিও টুডে: ৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ই মার্চ পালন করে না: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ই মার্চ পালন করে না এমন মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ বলেছেন যারা আজকে ৭ই মার্চকে অস্বীকার করে, তারা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটি সন্দেহজনক। বাংলাদেশের ইতিহাস ৭ই মার্চ ছাড়া হতে পারে না। সকালে ঐতিহাসিক এ দিনটি উপলক্ষ্যে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ সাংবাদিকদের এই কথা বলেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

চিনির পর্যাপ্ত মজুদ আছে চিনির দাম এক টাকা ও বাড়বে না: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

চিনির পর্যাপ্ত মজুদ আছে জানিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন চিনির দাম এক টাকাও বাড়বে না। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তিব্বত মোড়ের পূর্ব কলোনি বাজারের পাশে পলিটেকটিক মাঠে তিনি একথা বলেন। রমজান উপলক্ষ্যে এদিন তিনি টিসিবির দ্বিতীয় পর্বের পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রতিমন্ত্রী জানান এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল যারা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ যারা অর্থনীতির চাপের মধ্যে আছে তাদের চাপটা একটু লাঘব করা। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে টিসিবি

চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ টিসিবি। টিসিবির মুখপাত্র হুমায়ুন কবীর আজ সকালে এক অডিও বার্তায় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন টিসিবির চিনির মূল্য ১০০ টাকা নয় আগের মূল্য ৭০ টাকাই থাকবে। কার্ডধারী এক কোটি পরিবারের মধ্যে যে চিনি বিক্রি হয়ে থাকে তার দাম গতকাল ৩০ টাকা

বাড়িয়েছিল টিসিবি। কিন্তু রোজার আগে এক ধাপে চিনির দাম এতটা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হওয়ায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে তারা সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দাম আগের ৭০ টাকায় বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
(রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

পেশাগত কাজে অসামান্য অবদানের জন্য র‍্যাবের ডিজি পদক পেয়েছেন ১২০ সদস্য

পেশাগত কাজে অসামান্য অবদানের জন্য র‍্যাবের ডিজি পদক পেয়েছেন সংস্থাটির ১২০ সদস্য। সেবা ও সাহসিকতার জন্য তারা এ পদক অর্জন করেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর কুর্মিটোলায় র‍্যাব সদর দপ্তরের দরবার হলে আয়োজিত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দ্বিতীয় দিনে র‍্যাব মেমোরিয়াল ডে অনুষ্ঠানে তাদের এই পদক তুলে দেন র‍্যাব মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন। এর আগে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত ৩৩ র‍্যাব সদস্যের পরিবারের হাতে সম্মাননা ও আর্থিক অনুদান তুলে দেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

প্রতারণার মামলায় ইভালির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যানের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত

প্রতারণার মামলায় ইভালির প্রতিষ্ঠাতা মোঃ রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার ঢাকার পেট্রোলপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বেগম ফারাহ দিবা ছন্দার আদালত এই আদেশ দেন। বাদী পক্ষের আইনজীবী সাকিবুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার আদেশ দেন আদালত। এরপর মামলার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আসামিদের বিরুদ্ধে উলিয়া জারি ও সম্পত্তি ক্রোকের আবেদন করে। শুনানি শেষে আদালত সে আবেদনও মঞ্জুর করেন। (রেডিও টুডে: ১৩৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

স্বাধীনতাটা হঠাৎ করে আসেনি, দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই স্বাধীনতা এসেছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন স্বাধীনতাটা হঠাৎ করে আসেনি। দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার মধ্যদিয়ে এই স্বাধীনতা এসেছে। যে পরিকল্পনার কথা বঙ্গবন্ধু কাউকেই বলেনি। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি কাজ করে গেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন একজন নেতার একটি ভাষণ শুধু উদ্বুদ্ধই করেনি, গেরিলা যুদ্ধের শুধু প্রস্তুতিই দেননি, যুদ্ধের বিজয়ও এনে দিয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

গণতন্ত্র হরণকারী এই সরকারের লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে: রিজভী

বিএনপির সিরিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজিভী বলেছেন এই গণতন্ত্র হরণকারী সরকারের লড়াইয়ে আমাদের জিততে হবে। শেখ হাসিনা তার শাসনামলে বিরোধীদল রাখবে না এই প্রত্যয় নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এ কথা বলেন। রিজভী বলেন ৭ জানুয়ারি শেখ হাসিনা যে ডামি নির্বাচন করেছে তাতে কয়েকটি দেশ সমর্থন দিলেও গণতন্ত্রকামী বিশ্ব এই নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল হয়ে গেছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন বিএনপি একটি জনবিচ্ছিন্ন দল হয়ে গেছে। জনগণ তাদের ধ্বংসলীলা দেখেছে। তারা শুরু থেকেই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এদেশে এসেছিল। বৃহস্পতিবার দুপুরে কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে কমিউনিটি পুলিশিং ও মাদকবিরোধী সমাবেশে যোগদান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। মন্ত্রী আরো বলেন বিএনপি জনগণের কথা চিন্তা না করে শুধু ক্ষমতায় বসতে চায়।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

গ্রামেগঞ্জে অবৈধ চিকিৎসা ও ডাক্তারদের দৌরাত্ম বন্ধ করা মন্ত্রনালয়ের একার দায়িত্ব নয়: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন বলেছেন গ্রামগঞ্জে ও ফার্মেসিতে অবৈধ চিকিৎসা ও ডাক্তারদের দৌরাত্ম বন্ধ করা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়। এটা বন্ধ করার জন্য সেখানকার এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা রয়েছে। তারা যদি এ সকল জায়গা পরিদর্শন করে চিহ্নিত করে আমাদের প্রতিবেদন দেয় আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব। দুপুরে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জ্বালানি তেলের দাম কমালো সরকার

জ্বালানি তেলের দাম কমালো সরকার। এখন প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা পেট্রোল ১১১ টাকা ও অকটেনের দাম ১১৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নতুন এই মূল্যের প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণের নির্দেশিকা প্রকাশ করে জ্বালানি মন্ত্রণালয়। সেখানে বলা হয় ব্যবহৃত অকটেন ও পেট্রোল ব্যক্তিগত যানবাহনে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাই বাস্তবতার কারণে বিলাস দ্রব্য হিসেবে সব সময় ডিজেলের চেয়ে অকটেনের দাম বেশি রাখা হয়।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ০৭.০৩.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

৭ই মার্চের ভাষণ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য : রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য। বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে বুধবার, ৬ই মার্চ দেওয়া এক বাণীতে তিনি বলেন, '১৯৭১ সালের এ দিনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। পুরো বাঙালি জাতি সেদিন মন্ত্রমুগ্ধের মতো অবগাহন করেছিল রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধুর অমর কবিতা। মাত্র ১৮ মিনিটের এ মহাকাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল বাঙালি জাতির মুক্তির মহামন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর শাণিত ও প্রদীপ্ত উচ্চারণে কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের মসনদ। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণেই নিপীড়িত-নির্যাতিত বাঙালি জাতি খুঁজে পেয়েছিল শোষণমুক্তির কাঙ্ক্ষিত পথ। তাই ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তির মহাকাব্য।' ৭ই মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এ উপলক্ষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা বাঙালির শ্রেষ্ঠ অর্জন। তবে তা একদিনে অর্জিত হয়নি। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের দীর্ঘ বন্ধুর পথে বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম সাহস, সীমাহীন ত্যাগ-তিতিক্ষা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা জাতিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১লা মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন।' রাষ্ট্রপতি বলেন, 'অনন্য বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় ভাস্বর ওই ভাষণে বাঙালির আবেগ, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে একসূত্রে গেঁথে বঙ্গবন্ধু বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক সেই ভাষণের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। বাংলার মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মার সম্পর্ক ছিল। তাই তার ভাষণে মূলত মানুষের মনে কথাগুলো ফুটে উঠেছিল। বঙ্গবন্ধুর এ ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল আমাদের নয় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্যও প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন। সেই মর্মস্পর্শী বজ্রনিনাদ ৭ কোটি বাঙালির হৃদয়কে বিদ্যুৎ গতিতে আবিষ্ট করেছিল।' তিনি বলেন, 'রাজনীতির কালজয়ী মহাকবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণের মাধ্যমে দেশের শাসনভার জনগণের হাতেই তুলে দেন, ক্ষমতাকে কী করে নিয়ন্ত্রিতভাবে সবার কল্যাণে ব্যবহার করতে হয় তাও বুঝিয়ে দেন। শিখিয়ে দেন আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধক সমরনীতি, যুদ্ধকালীন সরকার ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি। বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে দেয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, '৭ই মার্চ বাঙালি জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন।' এই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রধানমন্ত্রী গভীর শ্রদ্ধায় প্রথমেই স্মরণ করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ, দুই লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোন এবং অগণিত বীর মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ একই সূত্রে গাঁথা। পূর্ব বাংলার মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে তাদের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ২৪ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন, জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছেন এবং সব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। একমাত্র তিনিই ছিলেন হাজার বছরের শোষিত-বঞ্চিত বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর।' তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ না করে নানা টালবাহানা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি আমাদের 'স্বাধীনতা' নামের এক অমরবাণী শুনান এবং সংগ্রামের মাধ্যমে শৃঙ্খলমুক্তির পথ দেখান। তিনি বীর বাঙালির অবশ্যম্ভাবী বিজয়কে উৎকীর্ণ করেন তার ভাষণের শেষ

দুটি শব্দে, 'জয় বাংলা' স্লোগানে।' একটি ব্রিটিশ পত্রিকা বঙ্গবন্ধু ভবনকে লন্ডনের ১০-ডাউনিং স্ট্রিটের সঙ্গে তুলনা করেছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ শুনে ঢাকায় রাষ্ট্রপতির বাসভবনে বাঙালি বাবুর্চি ইয়াহিয়া খানের জন্য রান্না বন্ধ করে দিয়েছিল। ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দেশের প্রতিটি মানুষ ইয়াহিয়ার শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। সেই রাতে পাকিস্তানি শাসক তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার দামাল ছেলেরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়ে নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানিদের বাংলার মাটিতে পরাস্ত করে ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনেন।' সরকারপ্রধান বলেন, 'বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং তার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে একটি উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেন। দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালের পরাজিত শত্রুদের এদেশীয় দোসররা পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। তারা ৭ই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে এবং 'জয় বাংলা' স্লোগানও নিষিদ্ধ করে। ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে দিতে উদ্যত হয়।'

বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, '১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর খুনি মোস্তাক-জিয়ার আনীত দায়মুক্তি অধ্যাদেশ বাতিল করে এবং জাতির পিতার খুনিদের বিচার শুরু করে। পরে আমরা ২০০৯ সাল থেকে পরপর চার দফা সরকার গঠন করে জাতির পিতার আদর্শে দেশের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করি। জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকরের মধ্যদিয়ে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করি। ফলে, জাতি গ্লানিমুক্ত হয়।' তিনি বলেন, 'আমরা সংবিধান আইন, ২০১১ প্রণয়ন করে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে সংবিধানের ১৫০ এর ২ অনুচ্ছেদের পঞ্চম তফসীলে অন্তর্ভুক্ত করি। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর এ ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। শুধু তাই নয়, ইউনেস্কো মনে করে এ ভাষণটির মাধ্যমে জাতির পিতাই প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্বস্বীকৃতি আজ বাঙালি জাতির জন্য এক বিরল সম্মান ও গৌরবের স্মারক। আমাদের হাইকোর্টের রায়ের ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তার সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০৪১ সালে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত করা হবে। তিনি বিশ্বাস করেন 'জয় বাংলা' স্লোগান এবং জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণ যুগে-যুগে বাঙালিদের বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ আজ

আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অর্থাৎ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের ৭ই মার্চ দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ পরবর্তীতে স্বাধীনতার সংগ্রামের বীজমন্ত্র হয়ে পড়ে। একইভাবে এ ভাষণ শুধু রাজনৈতিক দলিলই নয়, জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় বিধানের একটি সম্ভাবনাও তৈরি করে। মূলত বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের আহ্বানেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে বাঙালি। পরে ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকবাহিনীর নৃশংস গণহত্যার পর ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। একাত্তরের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর এই উদ্দীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। এরপরই দেশের মুক্তিকামী মানুষ ঘরে ঘরে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর এই বজ্রনিনাদে আসন্ন মহামুক্তির আনন্দে বাঙালি জাতি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে শোষিত-বঞ্চিত বাঙালি ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত মুক্তির লক্ষ্যে। ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় চিন্তা, সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা ও দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৩ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তাবোধ ও জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে ভিত রচিত হয় তারই চূড়ান্ত পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর ছাত্র-কৃষক-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে আনে বাঙালি জাতি। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে গর্জে ওঠে উত্তাল জনসমুদ্র। লাখ লাখ মানুষের গগনবিদারী স্লোগানের উদ্দামতায় বসন্তের মাতাল হাওয়ায় সেদিন পৎ পৎ করে ওড়ে

বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত লাল-সবুজের পতাকা। লাখো শপথের বজ্রমুষ্টি উত্থিত হয় আকাশে। সেদিন বঙ্গবন্ধু মঞ্চে আরোহণ করেন বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে। ফাগুনের সূর্য তখনো মাথার ওপর। মঞ্চে আসার পর তিনি জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। তিনি দরাজ গলায় তার ভাষণ শুরু করেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি।' এরপর জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বাংলা ও বাঙালির স্বাধীনতার মহাকাব্যের কবি ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' মাত্র ১৯ মিনিটের ভাষণ। এই স্বল্প সময়ে তিনি ইতিহাসের পুরো ক্যানভাসই তুলে ধরেন। তিনি তার ভাষণে সামরিক আইন প্রত্যাহার, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, গোলাগুলি ও হত্যা বন্ধ করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া এবং বিভিন্ন স্থানের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের দাবি জানান।

বঙ্গবন্ধু বলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, মানুষের অধিকার চাই। প্রধানমন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে আমাকে নিতে পারেনি। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিতে পারেনি। আপনারা রক্ত দিয়ে আমাকে ষড়যন্ত্র-মামলা থেকে মুক্ত করে এনেছিলেন। সেদিন এই রেসকোর্সে আমি বলেছিলাম, রক্তের ঋণ আমি রক্ত দিয়ে শোধ করবো। আজো আমি রক্ত দিয়েই রক্তের ঋণ শোধ করতে প্রস্তুত।' তিনি বলেন, 'আমি বলে দিতে চাই, আজ থেকে কোর্ট-কাচারি, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান- সব অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারী অফিসে যাবেন না। এ আমার নির্দেশ।' বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সর্বশেষ দুটি বাক্য, যা পরবর্তীতে বাঙালির স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকনির্দেশনা ও প্রেরণার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয়বাংলা'। দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ভোর ৬টা ৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু ভবন ও দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৭টায় বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ সকাল ৭টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি। দিবসটি উপলক্ষে ভোর সাড়ে ৬টায় বঙ্গবন্ধু ভবন ও দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকেল ৪টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

যারা ৭ই মার্চ পালন করে না তারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

যারা ৭ই মার্চকে অস্বীকার করে তারা আসলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে কতটুকু বিশ্বাস করে সেটি নিয়েই সন্দেহ বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, 'বিএনপিসহ তাদের মিত্ররা ৭ই মার্চ পালন করে না। বাংলাদেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা ৭ই মার্চ ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং যারা এটি মানে না বা পালন করে না তারা আসলে স্বাধীনতাতেই বিশ্বাস করে কি না সন্দেহ।' বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ সকালে রাজধানীর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগের ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণ শুধু একটি ভাষণ নয়। এটি একটি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে রচিত মহাকাব্য। জাতির পিতা ঘোষণা করেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। তিনি এও বলেছিলেন 'যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থেকো, শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে'। অর্থাৎ তিনি নিরস্ত্র জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং ২৬শে মার্চ পর্যন্ত সময় নিয়েছিলেন এরপর তিনি চূড়ান্ত স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।' তিনি বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে ৭ই মার্চ তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন, ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেদিন ঢাকা থেকে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা রাওয়ালপিন্ডিতে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল 'চতুর শেখ মুজিব কার্যত পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।' অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু এমনভাবে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন যে তাতে করে তাকে অভিযুক্ত করারও সুযোগ ছিলো না।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

চট্টগ্রামে 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ' স্মৃতিস্মারক উদ্‌বোধন

চট্টগ্রাম মহানগরীর বহদ্দারহাট চত্বরে 'বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ' স্মৃতি স্মারক উদ্‌বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী। বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ সকালে উদ্‌বোধনকালে মেয়র বলেন, 'চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়েছে। তার স্মৃতি ধরে রাখতে এই স্মৃতিফলক নির্মাণ করেছি। এই স্মৃতিফলক তরুণ প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রামের ভূমিকার কথা। কাঁচ

দিয়ে নির্মাণ করা স্মৃতিস্মারকটি পিরামিড আকৃতির। কাচের ফ্রেমের ভেতর রয়েছে মাইক্রোফোন। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠের সময় যে মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়েছে এটি তার প্রতীক। পিরামিডটি মুক্তিযুদ্ধকালীন ৭ কোটি বাঙালির ঐক্যবদ্ধতার প্রতীক। উদ্‌বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন চসিক কাউন্সিলর মোঃ এসরারুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, স্থপতি আবদুল্লাহ আল ওমর, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম, হেলাল আহমেদ, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন জয়, জালাল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, কাবেদুর রহমান কচি, আশরাফুল গনি, সাইফুল ইসলাম লিটন, নেছার আহমেদ, পলাশ খাস্তগীর, শওকত হোসেন, ভাস্কর মান্না পাল, সুকান্ত প্রয়াস, স্থপতি আজমুল হক। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

বন্যপ্রাণী রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে : পরিবেশমন্ত্রী

বন্যপ্রাণী ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা কেবল দরকারি নয় বরং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে উল্লেখ করে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, 'সকল পেশার মানুষের এগিয়ে আসার পাশাপাশি কিশোর-কিশোরী, শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।' বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ দুপুরে সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দেশে প্রথমবারের মতো ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের উদ্‌বোধন নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বন্যপ্রাণী, বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করতে দেশজুড়ে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'স্মার্ট তারুণ্য বাঁচাবে অরণ্য' স্লোগানে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের উদ্‌বোধন করা হয়। এ সময় ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড-২০২৪ এর লোগো, পোস্টার, বুকলেট এবং ওয়েবসাইট উদ্‌বোধন করা হয়।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী বলেন, 'পাঠ্যবই এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে বন্যপ্রাণী ও এদের আবাস্থল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে দেশব্যাপী ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়েছে। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ, দ্রুত নগরায়ণ, বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ ও বনাঞ্চল উজাড়সহ নানা কারণে আমাদের পরিবেশ আজ সঙ্কটাপন্ন। তিনি বলেন, বন্য হাতির দল থেকে শুরু করে পাখি, এমনকি সাগরের তলদেশের প্রাণীরা হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। গত একশো বছরে দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে ৩১ প্রজাতির বন্যপ্রাণী। বন্যপ্রাণীদের বিলুপ্তি ও বিপদাপন্ন হওয়ার ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য, যা মানুষের ওপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে।' তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেখানো পথ ধরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদফতর বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্পের অধীনে দেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ওয়াইল্ডলাইফ বা বন্যপ্রাণী নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৬৪ জেলায় 'স্মার্ট তারুণ্য বাঁচাবে অরণ্য' স্লোগানে আজ থেকে আরম্ভ হতে যাচ্ছে ওয়াইল্ডলাইফ অলিম্পিয়াড ২০২৪।'

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'এ বছর সারাদেশে প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে ৬৪টি ভেন্যুতে জেলা পর্যায়ের অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে। দুইটি ক্যাটাগরিতে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির সকল মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা বা সমমান পর্যায়ের যেকোনো শিক্ষার্থী স্কুল/কলেজ ক্যাটাগরিতে এই অলিম্পিয়াডে অংশ নিতে পারবে। জেলা পর্যায়ের বিজয়ীদের নিয়ে ঢাকায় আয়োজিত হবে জাতীয় পর্যায়ের অলিম্পিয়াড। বিজয়ীদের জন্য থাকবে লক্ষাধিক টাকার পুরস্কার। ৭ই মার্চ থেকে শুরু হয়ে আগামী ১০ই মে পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা নিবন্ধন করতে পারবে।' সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ও উন্নয়ন ড. ফাহমিদা খানম, বন অধিদফতরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, টেকসই বন ও জীবিকা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক গোবিন্দ রায় প্রমুখ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

৭ই মার্চের ভাষণ মানুষকে উদ্বুদ্ধই করেনি, স্বাধীনতাও এনে দিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ জনগণকে শুধু অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধই করেনি, গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছে। যুদ্ধে বিজয় এবং স্বাধীনতাও এনে দিয়েছে। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় কথা।' বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ-২০২৪' উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জাতির পিতা আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং রক্ষক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। সংগ্রামের পথ বেয়ে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়েছে মাতৃভাষায় কথা বলার এবং আমাদের স্বাধীনতার অধিকার।' তিনি বলেন, 'জাতির পিতা সেই ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর পরাধীন থাকা যাবে না। বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি দিতে হবে। আর সে চিন্তা থেকেই তিনি ধাপে ধাপে এদেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন স্বাধীনতার চেতনায়। তিনি তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। আর তারই অংশ হচ্ছে ৭ই মার্চ।' সরকারপ্রধান আরো বলেন, '৭ই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা কী বলেছিলেন তার বারবার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। এমনকি পাকিস্তান

সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা যারা পরবর্তীকালে বই লিখেছেন তারাও তাদের বইতে লিখেছেন-,'উনি যে কী বলে গেলেন আমরা স্তব্ধ হয়ে থাকলাম, আমরা কোনো অ্যাকশনই নিতে পারলাম না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এর ব্যাখ্যা খুঁজতে খুঁজতে পাকিস্তানিদের সময় চলে যায়। বাঙালিরাও যুদ্ধে নেমে পড়লো। বঙ্গবন্ধু একাধারে যেমন স্বাধীনতার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করেন, তেমনই যেন বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত হতে না হয় এবং জনগণ তৎক্ষণাৎ যেন পাকিস্তানি বাহিনীর সরাসরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত না হয় সে ব্যাপারেও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন।' অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন। সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী নাহিদ ইজাহার খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব খলিল আহমদ স্বাগত বক্তৃতা করেন। জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বাজিয়ে শোনানো হয়। আজ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অর্থাৎ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এই দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' পরে ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস গণহত্যা শুরু করলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাঙালির রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার যে অপচেষ্টা হয়েছিল তার কঠোর সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ইতিহাস কখনো মুছে ফেলা যায় না। সত্যকে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। আজ সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণ আজ আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য দলিলে স্থান পেয়েছে। 'জয় বাংলা' স্লোগান আজকে আমাদের জাতীয় স্লোগান। ৭ই মার্চের ভাষণ আজ শুধু বাঙালির নয়, ইতিহাসে যেসব নেতারা ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন সেই ভাষণগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে স্থান পেয়েছে।' বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের বিষয়ে তার ছায়াসঙ্গী বঙ্গমাতার ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মুজিবকন্যা বলেন, 'আমাদের অনেক জ্ঞানী-গুণী ভাষণ দেওয়ার আগে লিখিত নিয়ে আসেন, কেউ পরামর্শ দেন, নেতারা পরামর্শ দেন। এখনো মনে আছে আমার সেই সময় আমাদের ছাত্রনেতারা, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল হক খান তারা সবাই এসেছেন। এসে বলছেন, লিডার, কাল স্বাধীনতার ঘোষণা দিতেই হবে, না দিলে চলবে না। মানুষ সেটাই চায়। আব্বা দুই হাত দুই নেতার কাঁধে রেখে বললেন, 'সিরাজ লিডার শুড লিড দ্যা ল্যাড, ল্যাড শুড নট লিড দ্যা লিডার'। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, 'পরের দিন মিটিং। আমাদের বাড়িতে ভরা লোকজন, নেতা-কর্মীরা যাচ্ছেন, আসছেন। পরামর্শ দিচ্ছেন, লিখিত কাগজ বস্তাকে বস্তা হয়ে যাচ্ছে। আমার মা সবগুলো নিয়ে গুটিয়ে রেখে দিলেন।' শেখ হাসিনা বলেন, 'যে কোনো জনসভায় যাবার আগে তিনি একটু আলাদা করে বাবাকে সময় করে দিতেন। তেমনই আলাদা করে তাকে পনের মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ করে দেন। আমি, রেহানা ও মা সেখানে ছিলাম। আমি বাবার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছিলাম, মা কাছে এসে মোরা টেনে বসে বললেন, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। অনেকে অনেক কথা বলবে। তোমার কারো কথা শোনার দরকার নেই'। তার অনেক কথার মধ্যে এটাই মূল কথা ছিল। 'এদেশের মানুষের জন্য তুমি সারাজীবন সংগ্রাম করেছ, তাই তুমি জানো তোমাকে কী বলতে হবে। তোমার মনে যে কথা আসবে তুমি শুধু সেই কথা বলবে। আর কোনো কথা নয়'।

তিনি বলেন, 'খবর এসেছিল আমাদের কাছে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী তখন হেলিকপ্টার থেকে শুরু করে সবকিছু নিয়ে তৈরি। এদিকে লাখো জনতা ছুটে এসেছে, নেতা কী নির্দেশনা দেবেন তা জানতে। একজন নেতার দায়িত্ব মানুষগুলোর যে আকাঙ্ক্ষা তাদের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী শোনানো। আবার শত্রুপক্ষকে বিরত রাখা। ৭ই মার্চের ভাষণে সেটাই স্পষ্ট ছিল। তিনি কিন্তু সব কথা বলেছিলেন, গেরিলা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে বলেছিলেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমগ্র বাংলাদেশে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলতে বলেছিলেন। যে কথা বলার তা বলা হয়ে গিয়েছিল। আর তা হচ্ছে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম'। ইউনেস্কোর মেমোরি অফ দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টারে মানুষকে উদ্বুদ্ধকারী অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে ৭ই মার্চের ভাষণ অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'গবেষক-লেখক ও সাংবাদিক বি এন আহুজা মূল্যবান ১০০টি ভাষণের 'দ্যা ওয়ার্ল্ডস গ্রেট স্পিচেস' শিরোনামে যে বই বের করেন সেখানেও জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণ অন্যতম হিসেবে স্থান পেয়েছে। পাশাপাশি লেখক এবং ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ড আড়াই হাজার বছরের যত ভাষণ তার ওপর গবেষণা করেন, যে ভাষণগুলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক নেতারা বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীতে দিয়েছেন তার ওপর ভিত্তি করে একটি রেফারেন্স বই বের করেন। যার শিরোনাম 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্যা

বিচেস, দ্যা স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্ট্রি' সেখানেও জাতির পিতার ৭ই মার্চের ভাষণ বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।' স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ্। আজকের দিনে সে প্রতিজ্ঞাই নিচ্ছি।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

৭ই মার্চের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

৭ই মার্চের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ দুপুরে রাজধানীর বনানীতে বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল এ্যান্ড কলেজের ৫০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। এসময় শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাঙালিকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না, বাঙালিকে দাবিয়ে রাখা যায় না, এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।'

তিনি আরো বলেন, 'বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না', এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা দেখেছি বাঙালিকে বারবার দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা করে ষড়যন্ত্রকারীরা। কিন্তু বাঙালি সব ষড়যন্ত্র থেকে ঠিকই বেরিয়ে আসে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।' শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, 'স্বাধীনতার চেতনা শুধুমাত্র অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা এই পাঁচ মৌলিক চাহিদা পূরণ নয়, স্বাধীনতার চেতনা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং কেউ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করলে মাথানত না করা। সেটি হলো স্বাধীনতার মূলমন্ত্র এবং সেই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করছেন তাই নয়, তার কারণে আজকের বাস্তবতায় বাংলাদেশে আমরা অনেক কিছু দেখছি। আজ থেকে ২০ বছর আগে বাংলাদেশ এরকম ছিল না। এখন তোমাদের বড় স্বপ্ন দেখার সাহস বেড়ে গেছে। তোমরা এখন অনেক বড় বড় চিন্তা করো এবং সামনের দিনে তোমরা আরো এগিয়ে নেবে বাংলাদেশকে।' সরকারের উন্নয়নের কথা তুলে ধরে তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এ দেশে আজ থেকে ২০ বছর আগে মেট্রোরেল ছিল না, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট ছিল না। ১০ বছর আগেও পুরো বাংলাদেশ বিদ্যুতের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, আজ থেকে ১০-১৫ বছর আগেও এ দেশে নদীর তলদেশে টানেল ছিল না। আজ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট নিয়ে আন্তরীক্ষে পৌঁছে গেছে, সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে গেছে সাবমেরিন নিয়ে, নিজের টাকায় আমরা পদ্মা সেতুর মতো বিশাল একটি সেতু বানিয়েছি। পৃথিবীর খুব কম দেশেই একই সঙ্গে এসব কিছু আছে। এটা থেকেই বোঝা যায় বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশকে কত অল্পসংখ্যক দেশের মর্যাদায় নিয়ে গেছে। পৃথিবীর বুকে আমাদের মর্যাদা বদলে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

৭ই মার্চ উদযাপনে বায়তুল মোকাররমে আলোচনা ও দোয়া

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে আলোচনা সভা এবং বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' শীর্ষক এ আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারবর্গ, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী শহিদদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক এ এস এম শফিউল আলম তালুকদার, পরিচালক মোঃ আনিছুর রহমান সরকার-সহ কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাধারণ মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ এহসানুল হক। এর আগে সকাল ৮টায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বশিরুল আলমের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আজ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সব বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫৪টি ইসলামিক মিশন, ৮টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আলোচনা সভা ও দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৭.০৩.২০২৪ প্রতীক)

BBC

HAITI GANGS TORCH POLICE STATIONS IN LATEST FLARE-UP

GANGS pushing for the ouster of Haitian Prime Minister Ariel Henry have been setting fire to police stations in the capital, Port-au-Prince. The police station located in the busy open-air Salomon market is the latest to be targeted, according to local media. The gangs in the violence-wracked city stepped up their attacks when Mr Henry left for a regional summit last week. The unrest has paralyzed air traffic, which has prevented his return.
(BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

WEST AFRICAN JUNTAS TO FORM ANTI-JIHADI JOINT FORCE

Three West African countries run by military juntas say they will form a joint force to fight jihadist threats. Niger, Mali and Burkina Faso announced the formation of the force following talks in the Nigerian capital Niamey. Niger's army chief Moussa Salaou Barmou announced it would be operational as soon as possible, without giving details of its size. Groups linked to both Islamic State and al-Qaeda have killed thousands of people in the region in the past year. The military regimes in the three countries have become increasingly close allies in recent months. (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

INDIAN NAVY RESCUES SHIP CREW AFTER HOUTHI ATTACK

The Indian navy has released footage of a rescue operation after a Houthi missile strike on a cargo ship off southern Yemen. The owners of the Barbados-flagged True Confidence says two Filipino and one Vietnamese crew members were killed in the attack, which forced the crew to abandon the vessel. they are the first deaths since the Houthis began targeting commercial shipping in the Red Sea and Gulf of Aden last November. The Houthis say their attacks are to support the Palestinians in the war between Israel and Hamas in Gaza.
(BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

FOUR CHILDREN AMONG SIX FOUND DEAD IN OTTAWA HOUSE

Police are treating the deaths of four children and two adults at a house in Ottawa as homicides. Officers were responding to an emergency call placed at approximately 22:52 local time on Wednesday when they found the six people. The property is located in a suburb about 17km southwest of the Canadian capital. In a statement, Ottawa police said one arrest had been made. "This is a tragic and complex investigation, and investigative teams remain on Berrigan Drive," the police said in a statement. They added that there was no threat to public safety.(BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

DIRECT RULE GREW YOUR ECONOMY, MODI TELLS KASHMIR

Indian-administered Kashmir has been transformed economically since it was stripped of its semi-autonomous status, Prime Minister Narendra Modi has said. Security was tight for his first trip to the Muslim-majority region since he made the controversial change in 2019. "I am working hard to win your hearts," he told a rally in Srinagar, weeks before general elections are held. An armed revolt against Indian rule in the disputed territory has claimed tens of thousands of lives since the 1980s. Kashmir was divided after India and Pakistan gained independence from Britain in 1947. The two nuclear-armed states both claim the region in its entirety and have fought two wars over it in the decades since.
(BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

SENEGAL PRESIDENT ANNOUNCES DELAYED ELECTION DATE

Senegal's government has announced that the country's presidential election will take place on 24 March. The announcement follows tension in the West African nation after President Macky Sall postponed the election last month, sparking widespread protests. Parliament has also passed an amnesty law for crimes linked to the protests. The president's opponents had accused him of mounting a constitutional coup but he denies seeking to extend his term of office. (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

ZIMBABWE CONDEMNS FRESH US SANCTIONS AS COERCIVE

Zimbabwe's government has condemned fresh sanctions that the US imposed against the country's president and senior officials on Monday. The US accused President Emmerson Mnangagwa and the others on its list of corruption and human rights abuses. A spokesperson for President Mnangagwa on Wednesday said the accusations were defamatory and a gratuitous slander against Zimbabwe's leaders and people. The new sanctions replaced a broader programme introduced two decades ago. The deputy chief secretary in President Mnangagwa's communications team George Charamba demanded that the US promptly lift the "illegal coercive measures". (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

AFGHAN JUDGE HUNTED BY TALIBAN WINS HIGH COURT CASE

An Afghan judge who has been forced to go into hiding from the Taliban was wrongly refused relocation to the UK, the High Court has ruled. The anonymous claimant prosecuted Taliban and Islamic State group members, and has since avoided an assassination attempt, the court heard. The UK government argued he had not worked closely enough with the UK in Afghanistan to qualify for relocation. A UK government spokesperson says officials are

considering the ruling. The Afghan judge is currently in hiding in an unspecified third country with his wife and children, two of whom are in poor health, it emerged in court.
(BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

DOZENS OF WOMEN FEARED ABDUCTED BY NIGERIA JIHADISTS

Dozens of displaced people are feared to have been abducted by Boko Haram jihadists in north-eastern Nigeria. The victims were mostly women who lived in a camp in Gamboru Ngala town after fleeing their homes because of attacks by the insurgents, locals said. The abductions occurred when the group went to collect firewood to cook or sell, they added. The United Nations condemned the reported kidnappings and called of for the unconditional release of abductees. (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

LORDS INFLICT MORE DEFEATS ON RWANDA BILL

The government has suffered five further defeats in the House of Lords over its Rwanda bill. The proposed law aims to ensure the UK can deport asylum seekers to Rwanda by declaring it to be a safe place. Peers in the House of Lords made several changes to the bill including allowing courts to question the safety of the East African nation. However, the government is likely to overturn the changes when the bill returns to the House of Commons. The House of Lords had already inflicted five defeats over the bill on Monday evening, meaning the government has lost all ten votes on the proposed law at this stage of the process. (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

BANGLADESH TEACHER SUSPENDED AFTER ALLEGEDLY SHOOTING STUDENT

A lecturer in a medical school in Bangladesh has been suspended, two days after allegedly shooting and injuring a student in a classroom. Raihan Sharif was arrested shortly afterwards but was only suspended on Wednesday following a protest by students from the medical college when the incident took place. The injured student has undergone surgery and remains in hospital. Dr Sharif has been taken into police custody. Local media report that Arafat Amin Tomal, a 23-year-old student at a medical college in Sirajganj, north-western Bangladesh, got into an argument with Dr Sharif while undertaking an oral exam on Monday. During the exam, Dr Sharif allegedly brought out a gun and pointed it at the student, shooting him in the right knee, reports say. (BBC Web Page: 07/03/24, FARUK)

::THE END::